



শ্রীশ্রীশিব পূজা পদ্ধতি

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য

শ্রীশিব পূজা পদ্ধতি

[শিবপূজার নিয়ম, পার্শ্ব শিব পূজা, বাণলিঙ্গ শিব পূজা, শিবরাত্রি বিহিত
শিব পূজা, ব্রতকথা ও মৃত্যুঞ্জয় শিব পূজা সম্মিলিত]

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক
সঙ্কলিত।

শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত।

ঃ প্রকাশক :



বৈণীমাধব শীলগ্র লাইব্রেরী

১৬৭, গুলশানী বাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১

মূল্য : ৬০.০০ টাকা।

প্রকাশক :

৩৬ অক্ষয় লাইব্রেরী

৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

★ শিব পূজা পদ্ধতি

[সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পুনঃ প্রকাশ :

মাঘ, ১৪২৭ সাল।

ইং, ফেব্রুয়ারী, ২০২১ খ্রীঃ।

মুদ্রক :

ব্রাইট এন্টারপ্রাইজ

কলকাতা-৭০০ ০৬৭

মূল্য : ৬০.০০ টাকা।

আমাদের নিকট পাইবেন।

• ব্যবহার করুন •

৭৫ বৎসরেরও

বেশী সময় ধরে—

TRADE MARK REGISTERED

বেণীমাধব শীলের®

ফুল পঞ্জিকা

বেণীমাধব®

শীলের

এই ছবি

দেখে তবেই

কিনুন

— পঞ্জিকা কিনবার সময় —

● ভারত সরকার প্রদত্ত ® চিহ্ন

● শীল পদবী দেখে কিনুন

প্রাপ্তিস্থান

৩৬ অক্ষয় লাইব্রেরী

৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-১

ভূমিকা

ভগবৎ কৃপায় শ্রীশ্রীশিবপূজা পদ্ধতি প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্বে শিবপূজা পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে পূজাপদ্ধতি এতই সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, পূজকগণের অত্যন্ত অসুবিধা দেখা দেয়। তজ্জন্য যাহাতে গ্রন্থখানির সাহায্যে পূজকগণের কার্য্যে বসিয়া কোনরূপ অসুবিধা দেখা না দেয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করা হইল। শুধু তাহাই নহে, যতদূর সম্ভব বরাতবিহীন করিয়া প্রয়োজনীয় মূদ্রাগুলিও স্থানানুযায়ী চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করা হইল। পূজকগণের জ্ঞাতার্থে পূজার নিয়মগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইল। শিবপূজা সম্পর্কে শাস্ত্রের প্রমাণ এবং তাহার বঙ্গানুবাদও দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে শিবরাত্রি ব্রতকথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আবার সাধারণের যাহাতে বোধগম্য হয়, অর্থাৎ ব্রতীগণ বুঝিতে পারেন তজ্জন্য তাহার বঙ্গানুবাদও লিপিবদ্ধ করিলাম। পুস্তকখানির গুণাগুণ বিচারের ভার শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণের উপর দিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম।

এখানে গ্রন্থখানির দ্বারা যদি একজন ব্রাহ্মণেরও উপকার হয়, তাহা হইলে স্বীয় শ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি

সংকলক

: ফদর্দমালা :

শিবপূজা

সিদ্ধি ১ প্যাঃ, তিন ১ প্যাঃ, হরিতকী ১টি, পঞ্চরত্ন ১ প্যাঃ, পঞ্চগুড়ি ১ প্যাঃ, পঞ্চশস্য ১ প্যাঃ, তীরকাঠি ৪টি, সাদাসূতা ১টি, ঘটের গামছা ১টি, ঘটের চাঁদমালা ১টি, আসনাসুরীয় ১টি, তেকাঠা ১টি, দর্পণ ১টি, চিরুনি ১টি, পৈতা ১টি, ঘি ১ শিশি (১০০ গ্রাঃ) মধু ১ শিশি, ধূপ ১ প্যাঃ, ধূনা, তুলা, কর্পূর, হোমের জন্য—বালি, বেলকাঠ, খড়কে, সমিধ, হোমের কাপড়, বেলপাতা ২৮টি, শিবের ধূতি ১টি, নন্দীর ধূতি ১টি, ভৃঙ্গির ধূতি ১টি মা দুর্গার শাড়ী ১টি, মধুপর্কের বাটি ১টি, পিতলের থালা ১টি, পিতলের ঘাস ১টি, মোমবাতি ১টি।

মাটির দ্রব্য :—প্রধান ঘট ১টি, দ্বারঘট ২টি, মাটির কল্লে ১টি, কুণ্ডুহাড়ি ১টি, প্রদীপ ও পিলসুজ।
দুধ, দই, চিনি, ফুলমালা, বেলপাতার মালা, আকন্দের মালা, ধুতুরাফুল ও বিভিন্ন ফল।
নৈবেদ্য—৮টি, কুঁচা নৈবেদ্য—১টি। যথাসাধ্য পুরোহিত দক্ষিণা—
শিবপূজা—চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিতে হয়।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিবপূজার নিয়ম	৯	গন্ধাদির অর্চনা, আসনগুচ্ছ	১৪
পার্শ্ব শিবলিঙ্গ পূজাবিধি	৯	গুরুপবিত্র প্রণাম	১৪
পার্শ্ব শিবলিঙ্গ নির্মাণ	১০	সামান্যার্ঘ্য স্থাপন	১৫
পার্শ্ব শিবলিঙ্গ পূজাপদ্ধতি	১১	বিঘ্নাপসারণ, মাসভক্তবলি, পুষ্পগুচ্ছ	১৬
আচমন, বিষ্ণুস্মরণ	১১	দ্বারপূজা, করগুচ্ছ	১৭
সূর্য্যার্ঘ্য (সামবেদীয়)	১১	গণেশাদির পূজা	১৭
সূর্য্যার্ঘ্য (যজুর্বেদীয়)	১২	ভূতগুচ্ছ (সংক্ষেপ)	১৯
সূর্য্যপ্রণাম, স্তুতিবাচন	১২	প্রাণায়াম, মাতৃকান্যাস, করন্যাস	২০
স্তুতিস্তুত (সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয়)	১২	অঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস	২১
স্তুতিস্তুত (ঋগ্বেদীয়)	১৩	বাহ্যমাতৃকান্যাস	২১
সঙ্কল্প বিধি, সঙ্কল্প	১৩	সংহার মাতৃকান্যাস	২২
সঙ্কল্পস্তুত (ত্রিবেদীয়)	১৪	চন্দ্রমৌলিন্যাস	২৩

শিবপূজা

বিষয়	পৃষ্ঠা
পীঠন্যাস	২৪
ঋষ্যাদিন্যাস, মূর্তিন্যাস	২৫
করন্যাস, অঙ্গন্যাস, গোলকন্যাস	২৫
ব্যাপকন্যাস	২৬
আবাহন, শিবের ধ্যান	২৭
মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন	২৭
পীঠপূজা	২৮
বিশ্বপত্র চয়ন, জলদান ও প্রণাম মন্ত্র	২৯
প্রধান পূজা, ষোড়শাপচার পূজা	২৯
গৌরী পূজা, অষ্টমূর্তির পূজা	৩০
শিবগায়ত্রী	৩১
বাণলিঙ্গ শিবপূজার নিয়ম ও পদ্ধতি	৩৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪	অঙ্গন্যাস, করন্যাস	৩৩
২৫	বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান, মানসপূজা	৩৩
২৫	দশোপচার পূজা	৩৪
২৬	জপ, জপ সমর্পণ মন্ত্র ও প্রণাম মন্ত্র	৩৪
২৭	শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজা	৩৫
২৭	ব্রতবিধি, পূজাবিধি, স্বস্তিবাচন	৩৫
২৮	স্বস্তিসূক্ত (ত্রিবেদীয়), সাক্ষ্যমন্ত্র	৩৬
২৯	সঙ্কল্প, সঙ্কল্পসূক্ত (ত্রিবেদীয়)	৩৭
২৯	প্রথম প্রহরের স্নান ও অর্ঘ্যমন্ত্র	৩৭
৩০	দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রহরের	
৩১	স্নান ও অর্ঘ্যমন্ত্র	৩৮
৩৩	অষ্টমূর্তির পূজা	৩৮

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৯	সাক্ষ্যমন্ত্র, সঙ্কল্প	৪৯
৪১	সঙ্কল্পসূক্ত (ত্রিবেদীয়), বরণ	৫০
৪৪	পুষ্পগব্য শোধন (ত্রিবেদীয়)	৫১
৪৬	সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, দ্বারপূজা	৫২
৪৭	বিঘ্নাপসারণ	৫২
৪৭	গ্রন্থিবন্ধ, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি	৫৩
৪৭	গুরুপংক্তি প্রণাম	৫৪
৪৭	পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি	৫৪
৪৭	দ্বিগন্ধন, সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি	৫৪
৪৮	প্রাণায়াম, পীঠন্যাস	৫৫
৪৮	ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস	৫৬
৪৯	করন্যাস, ব্যাপকন্যাস	৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুঞ্জয় শিবের ধ্যান	৫৬	ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা	৬৩
মানসোপচারে পূজা	৫৭	অস্ত্রাদির পূজা	৬৩
বিশেষার্থ্য স্থাপন	৫৭	অষ্টমূর্তি পূজা	৬৪
গীঠপূজা	৫৮	মৃত্যুঞ্জয় কবচম্	৬৪
অঙ্গন্যাস, করন্যাস	৫৮	হোমবিধি	৬৫
আবাহন	৫৯	দক্ষিণাস্ত	৬৮
প্রাণপ্রতিষ্ঠা	৫৯	অচ্ছিন্নাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান	৬৯
তর্পণ	৬০	শান্তিমন্ত্র	৬৯
প্রধানপূজা	৬০	মহামৃত্যুঞ্জয় পূজাবিধি	৭০
অনুজ্ঞা, আবরণ পূজা	৬৩	মহামৃত্যুঞ্জয় কবচম্	৭১
গুরুপক্ষি পূজা	৬৩	কবচ-পূজাদ্রব্য	৭২

শিবপূজার নিয়ম

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য সকলেরই প্রথমে শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয়। শিবপূজা না করিয়া অন্য পূজা করা নিষিদ্ধ। প্রমাণ—

“শাক্তো বা বৈষ্ণবো, বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরী।

আদৌ লিঙ্গ প্রপূজ্যাত্বং বিশ্বপত্রের্বরার্চনে॥

পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ।

অন্যথা মূত্রবৎ সর্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥”

—শিবার্চন তন্ত্রম্।

সদাশিব বলিলেন—হে মহেশ্বরী! হে প্রিয়ে! শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌরী সকলেই সর্বাত্মে শিবপূজা করিবে বিশ্বপত্রাদি দ্বারা। তাহার পর অন্যান্য পূজাদি করিবে। অন্যথা তাহার সব পূজা মূত্রবৎ হইয়া থাকে।

বাণলিঙ্গ, স্ফটিকলিঙ্গ, পাষাণলিঙ্গ প্রভৃতি যাঁহার যেরূপ শিবলিঙ্গ আছে। তিনি তাহাতেই পূজা করিবেন।

পার্শ্ব শিবলিঙ্গ পূজাবিধি

পার্শ্ব শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতে শিবপূজা করা সকলেরই কর্তব্য। পার্শ্ব শিবকে বিশ্বপত্রের উপর স্থাপন করিবেন। ফলশূন্য বিশ্ববৃক্ষের পত্র দ্বারা পূজা করিতে নাই। বিশ্বপত্র ঘোত করিবার সময় যাহাতে বৃন্ত (বোঁটা) ঘোত না হয় তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন।

যাঁহারা বিষ্ণুক্লেস্ত্রে (বিষ্ণু পর্বতের পূর্ব চট্টগ্রাম পর্যন্ত দেশসমূহে) বাস করিতেছেন, তাঁহারা বিশ্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদ করিয়া

শিব বা অন্য দেবদেবীর পূজা করিবেন না। স্ত্রী ও শূদ্র সকলেরই শিবপূজায় অধিকার আছে। বকুল, মালতি, মৃদী (গুঁঠ), কুম্ভ, শেফালিকা ও জবাপুষ্প দ্বারা শিবপূজা নিষিদ্ধ।

কেহ কেহ শিবপূজায় গর্ভশূন্য দুর্বা দেন। কিন্তু ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কারণ তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা হইয়াছে—“গৃহীণাং সগর্ভৈব দুর্বা দেয়াঃ।” আবার শাস্ত্রানুসৃতরসিনীতে শিববিষয়ে বলা হইয়াছে—“গৃহিণা সগর্ভৈব দুর্বা দেয়া।” যথা—“অস্ত্যঃ শূন্যাং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দদ্যাম্যচ্ছিরোপরি। জন্মন্যত্র দরিদ্রাং স্যা চ নরকং ব্রজেৎ॥”

অর্থাৎ গর্ভশূন্য ত্রিপদ দুর্বা যে আমার মস্তকে দেয় তাহার সারাজীবন দারিদ্র্য এবং মৃত্যুর পর নরক প্রাপ্তি হইবে।

পার্শ্ব শিবলিঙ্গ নির্মাণ—ব্রাহ্মণ শুক্ল (শ্বেতবর্ণ), ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ, শূদ্রবর্ণ মৃত্তিকা লইবেন। (অভাবে তৎ তৎ বর্ণ মিশাইয়া লইবেন।) একতোলা বা দুইতোলা পরিমাণ মৃত্তিকা দ্বারা শিবলিঙ্গ গঠন করিতে হইবে। মৃত্তিকা গ্রহণ কালে—“ওঁ হরায় নমঃ।” মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন। “ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ।” মন্ত্রে লিঙ্গ গঠন করিবেন। মৃত্তিকা তিনভাগ করিয়া উপরিভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরী-পীঠ এবং শেষভাগ দ্বারা বেদী নির্মাণ করিবেন। উপরের দণ্ডায়ভাগ লিঙ্গ, মধ্যভাগ গৌরী-পীঠ, অধোভাগ বেদী।

শিবলিঙ্গ—শিবলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বিতণ্ডি পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ হইবে না। হস্তদ্বয় দ্বারা শিবলিঙ্গ গঠন করিতে না পারিলে উভয় হস্ত দ্বারা লিঙ্গ গঠন করিবেন। এইরূপে লিঙ্গ গঠনপূর্বক লিঙ্গোপরি একটি বজ্র (অর্থাৎ গুলি) দিবেন।

যদি অন্য কেহ লিঙ্গ গঠন করেন, তবে পূজক শিবলিঙ্গ স্পর্শে “ওঁ হরায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

লিঙ্গ নির্মাণপূর্বক পূজক হস্ত-পাদাদি প্রক্ষালনপূর্বক কুশাসন, কম্বলাসন বা মৃগচর্মাসনে উত্তরাসো বসিয়া পূজা করিবেন। ইচ্ছামত যে কোন আসনে বা মৃত্তিকায় বসিয়া পূজা নিষিদ্ধ। আসন দুই হস্তের অধিক লম্বা, দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত এবং

তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না। শিবপূজায় কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ প্রশস্ত।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য অথবা প্রস্তর পাথ্রে কিংবা পদ্মপত্রে, পলাশপত্রে অথবা কদলীপত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া অর্চনা করিবেন। তৈজসপাত্র বা কাষ্ঠনির্মিত পাথ্রে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে নাই।

পার্শ্ব শিবলিঙ্গ পূজাপদ্ধতি

কৃতনিত্যক্রিয় পূজক শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক তাম্রাদি পাথ্রে বিশ্বপত্রের উপর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া আচমন করিবেন।

আচমন—“গো কর্ণাকৃতি হস্তেন মাষমগ্ন জলং পিবেৎ॥” অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত গো কর্ণাকৃতি করিয়া, বামহস্তে কুশীদ্বারা একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ জল লইয়া—“ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।” তিনবার বলিয়া তিনবার পান করিবেন।

স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীত ব্রাহ্মণ কুমার “ওঁ বিষ্ণুঃ” স্থলে “নমো বিষ্ণু” বলিবে। এবং সর্বদা তাহারা “ওঁ” স্থলে “নমঃ” বলিবে।

বিষ্ণুস্মরণ—“ওঁ তদ্বিশ্ণো পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।”

“ওঁ অপবিত্র পবিত্রোবা সর্বাংস্থানং গতোহপিবা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সবাহ্যভাস্তর শুচিঃ॥ ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবঃ॥ নমঃ শ্রীমাধবঃ, নমঃ শ্রীমাধবঃ, নমঃ শ্রীমাধবঃ। ওঁ সর্বমঙ্গলে মঙ্গল্যং বরণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥ ওঁ শঙ্খচক্র ধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসনম্। প্রারম্ভে কর্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্॥” অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য—(সাম) কুশীতে রক্তচন্দনসহ জবা অথবা রক্তবর্ণ পুষ্প, জল, ত্রিপত্রযুক্ত দুর্বা এবং আতপ তণ্ডুল লইয়া, দুই

श्रीविशिष्टभूषण भवति

 $\frac{1}{2}$

(যজ্ঞমানের পূজা করিতে হইলে যদি যজ্ঞমান ব্রাহ্মণ হন, তবে 'অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ', ব্রাহ্মণ স্ত্রী হইলে—

‘দেব্যাঃ’, শূদ্র হইলে ‘দাসসা’, স্ত্রীলোক হইলে ‘দাস্যা’ বলিলেন।) অতঃপর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)—“ওঁ দেবো বো স্রবিলোদাঃ পূর্ণাং বিবস্ত্রাসিচম্। উদ্বা সিদ্ধম্ভূমূপ বা পূর্ণম্ভূমাদিষো দেব ওহতে। ওঁ সঙ্কল্পিতার্থসা সিদ্ধিরস্তু ॥”

যজুর্বেদীয়—“ওঁ যজ্ঞাগতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদুস্তুপসা তংথৈবেতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিমং জ্যোতিরেকং, তস্মৈ মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু ॥”

ঋগ্বেদীয়—“ওঁ যা ওংগূর্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহ উত্যে বরুণানীওঁ স্বস্তয়ে ॥” অতঃপর গন্ধাদির অর্চনা করিবেন।

গন্ধাদির অর্চনা—“বঃ” মন্ত্রে পূজা সমস্ত দ্রব্য কুশোদকে অভ্যঙ্গণ করিয়া একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে পুষ্পটি তাষটাটে দিবেন। “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিম্ববে নমঃ।” মন্ত্রে তাষটাটে দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যোঃ পূজনীয় দেবতাভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে তাষটাটে দিবেন। অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—স্বীয় দক্ষিণে আসনের একদিকে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প আসনের উপরে দিয়া, আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন—“আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠাখ্যিঃ সুতলং চন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বৎ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্ ॥” অতঃপর গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপংক্তি প্রণাম—“বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ।” দক্ষিণে—“ওঁ গণেশায় নমঃ।” উর্ধ্বে—“ওঁ শিবায় নমঃ।” অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

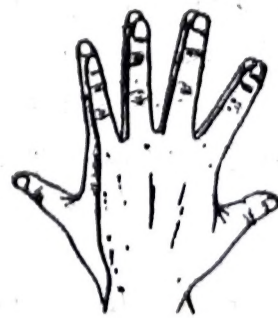
সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—সম্মুখের ভূমিতে জলদ্বারা একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।” অতঃপর “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করিয়া উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া “নমঃ” মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিয়া কোশার অগ্রভাগে বিষ্ণপত্র, ত্রিপত্র দুর্বা, গন্ধ, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুলদ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া, অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা কোশার জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিদ্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” অতঃপর—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ।” মন্ত্রে কোশার জলে গন্ধপুষ্প দিয়া জলে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করতঃ জলের উপর ব্রাহ্মগণ “ওঁ” মন্ত্র, স্ত্রীলোক বা শূদ্র “নমঃ” মন্ত্র দশবার বা আটবার জপ করিয়া, সেই জল কিঞ্চিৎ লইয়া স্বীয় দেহে ও পূজাম্রবে ছিটাইয়া দিবেন। অতঃপর বিদ্যাপসারণ করিবেন।



অঙ্কুশমুদ্রা



ধেনুমুদ্রা



মৎস্যমুদ্রা



অবস্থিতমুদ্রা

বিদ্যাপসারণ—“ওঁ নমঃ শিবায়ঃ।” মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিদ্য। “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে উর্ধ্বে করতালি দিয়া অন্তরীক্ষের বিদ্য এবং বামপদের গোড়ালী দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিদ্য অপসারণ করিবেন। অতঃপর মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—সম্মুখে বিষপত্রে বা কদলীপত্রে আতপ তণ্ডুল, মাষকলাই ও দধি রাখিয়া ভূতাদির আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসমিস্কৃত, ইহসমিরুদ্ধাক্ষম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত ॥” “এষ গন্ধঃ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্র পাঠান্তে গন্ধপুষ্পাদি দিয়া মাষভক্তবলি উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বৎ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণপূর্বক, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষয়ে নমঃ।” মন্ত্রে জলে পুষ্প দিয়া, “এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। ॥” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতাঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈবলিভিস্তপিতাস্তথা। দেশাদম্মাদ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্ ॥” অনন্তর একগণ্ডষ জলগ্রহণ করিয়া—“ওঁ ভূতাদয় ক্ষমক্ষম।” মন্ত্রে জলগণ্ডষ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ অভাবে আতপচাউল লইয়া—“ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—“ওঁ অর্পসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিদ্বকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাঙ্করায় ॥”

অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে চন্দন ছিটাইয়া, পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তাকরতঃ নারাচমুদ্রাযোগে পুষ্প স্পর্শ করিয়া পুষ্প শুদ্ধ করিবেন। যথা—“ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হং ফট্ স্বাহা ॥” অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—“ফট্” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করতঃ—“ওঁ দ্বারদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসমিস্কৃত, ইহসমিরুদ্ধাক্ষম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত ॥” এইরূপে আবাহনপূর্বক—“এষ গন্ধঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এতন্মৈবেদ্যম্ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ ॥” অতঃপর করশুদ্ধি করিবেন।

করশুদ্ধি—“ফট্” মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প দুই হাতে পেষণপূর্বক আত্মাণ করতঃ ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

গণেশাদির পূজা : ধ্যান—“ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রসাদম্মদগন্ধলুক্রমধূপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দস্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং। বন্দে শৈলসূতাসূতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।” ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্মৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ ॥” এইরূপে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—“ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার মকরন্দ কগারুণাঃ। বিদ্বৎ হরন্তুং হেরম্বং চরণাম্বুজ রেণব ॥” অতঃপর গুরু পূজা করিবেন।

গুরু পূজা—“এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ। এতন্মৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥” এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—“ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ অজ্ঞানাং তিমিরান্ধস্য



নারাচমুদ্রা

জ্ঞানাত্মন শলাকয়া। চক্ষুঃকণীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥” অতঃপর সূর্য্যার পূজা করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ বহুযুজাসনমবেষণৈকসিদ্ধিং, ভানুং সমন্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মহৃদাভয়বরান্ দমতং করাতৈজ, মাণিকা-
মৌলিমকণাঙ্ককচিং ত্রিনেত্রম্ ॥” ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ
শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতন্মৈবেদাম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥”
এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশাপেষয়ং মহাদুতিম্। ক্ষান্তারিং সর্বপাপোহয়ং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥” অতঃপর
বিষ্ণুর ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ ধোয় সদা সবিতৃমণ্ডল যম্ভাবতী নারায়ণ সবজিসাজন সমিবিষ্ট, কেমুরবান্ কণকদুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী। হিরণ্ময়
বপুর্ধ্বতঃ শঙ্খচক্রঃ ॥ ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্
নমস্তে বহুরুপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতন্মৈবেদাম্ ওঁ
শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ইদং পানার্থোদকং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥” এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” অতঃপর শিবের
ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ ধ্যামেয়িতাং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং। বদ্রাকল্লোড্জ্বলাঙ্গং পরশুমগবরাভীতিহন্তং প্রসন্নম্ ॥
পদ্মাসীনং সমস্তাং ভূতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকীর্তিং বসানং। বিশ্বাদ্যাং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥” ধ্যানান্তে—
“এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায়
নমঃ। এতন্মৈবেদাম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ॥” এইরূপে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—“ওঁ নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্ত্বানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ ॥” অতঃপর জয়দুর্গার
ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ কালাভাভাং কটাক্ষৈররিকুল ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখা, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহস্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্ফটিকাধিরুঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপুরয়ন্তীং, ধ্যামেদুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ পরিবৃত্তাম্ সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥” এইরূপে
ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং
দুর্গায়ৈ নমঃ। এতন্মৈবেদাম্ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥” এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—“ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥”

অতঃপর গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ
ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মংসাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো
নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ ॥” অতঃপর ভূতশুদ্ধি
করিবেন।

ভূতশুদ্ধি (সংক্ষেপ)—“রং” মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহিঃপ্রাচীর বেষ্টিত চিন্তা করিয়া, নাসাধ্বয়
টিপিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠপূর্বক দেবতাকে ডাবনা করিলেই সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি হয়।

“ওঁ মূলশৃঙ্গাটাজ্জিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥১ ॥”

“ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥২ ॥”

“ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩ ॥”

“ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোল্লস জুল জুল প্রজুল প্রজুল হংসঃ সোহহং স্বাহা ॥৪ ॥” অতঃপর প্রাণায়াম
করিবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া “ওঁ” মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে করিতে বামননাসাপুট দ্বারা বায়ুপূরণ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বামননাসাপুট ধারণ করিয়া “ওঁ” মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিতে করিতে বায়ুরোধ করিয়া কুস্তক করিবেন। তৎপরে দক্ষিণনাসা হইতে অঙ্গুলি তুলিয়া “ওঁ” মন্ত্র ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। পুনরায় বিপরীতক্রমে বামননাসা রুদ্ধ করিয়া “ওঁ” মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসায় বায়ুপূরণ করিবেন। উভয় নাসা রুদ্ধ করিয়া “ওঁ” ৬৪ বার জপ করিতে করিতে শ্বাসরুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তক করিবেন। পুনঃ “ওঁ” ৩২ বার জপ করিতে করিতে বামননাসায় শ্বাসত্যাগ বা রেচক করিবেন। পুনরায় দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা “ওঁ” মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে করিতে বামননাসায় বায়ুপূরণ, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া “ওঁ” মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিতে করিতে শ্বাসরুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তক করিবেন। ইহার পর বামননাসা রোধ করিয়া “ওঁ” মন্ত্র ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। অসামর্থ্যপক্ষে একবার করিলেও সিদ্ধ হয়। ১৬ সংখ্যার স্থলে ৮ বার বা ৪ বার, ৬৪ সংখ্যার স্থলে ৩২ বা ১৬ বার এবং ৩২ সংখ্যার স্থলে ১৬ বার বা ৮ বার করিবেন।

অতঃপর ন্যাসাদিক্রিয়া করিবেন।

মাতৃকান্যাস—(ধ্যান) “অস্যা মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মস্মিগায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।”

“শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে স্বয়ং নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ, ওহো ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্বান্তে ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ॥”

করন্যাস—“ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙ্রং তর্জনীভ্যং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ঙং শিখায়ৈ বম্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌম্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং অন্ত্রায় ফট্॥”

বৌম্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং অন্ত্রায় ফট্॥”

অঙ্গন্যাস—“ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙ্রং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ঙং শিখায়ৈ বম্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌম্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং অন্ত্রায় ফট্॥”

অন্তর্মাতৃকান্যাস—(ধ্যান) “ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজো তালুমূলে ললাটে। দ্বৈপদ্রে ষোড়শারে দ্বাদশদলদলে দ্বাদশার্কে চতুর্দে। বাসান্তে বামমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ সহিতে কঠদেশে স্বরাণাং। হং ক্ষং তদ্ব্যর্থমুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপনমামি॥”

“ওঁ অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঐং নমঃ, উং নমঃ, উং নমঃ, ঋং নমঃ, ঋং নমঃ, ৯ং নমঃ, ৯ং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অং নমঃ (কঠে)। “ওঁ কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ (ইতি হৃদয়ে)। ওঁ ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ঙং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ (ইতি নাভৌ)। ওঁ বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ (ইতি লিঙ্গমূলে)। ওঁ বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ (ইতি মূলাধারে)। ওঁ হং নমঃ, ওঁ ক্ষং নমঃ (ইতি মূমধ্যে)।”

বাহ্যমাতৃকান্যাস—(ধ্যান) “ওঁ পঞ্চাশন্নিপিত্তির্বিভক্ত মুখদ্যোঃ পঞ্চম্বাক্ষস্থলাম্। ভাস্বন্ মৌলিনিবদ্ধচক্রশকলামা-পীনতুঙ্গস্তনীম্॥ মূদ্রামক্ষণং সুধাত্যকলসং বিদ্যাধ্বং হস্তাশুজৈর্বিভ্রাণাং। বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাসেন্দবতামাশ্রয়ে॥”

ললাটে— অং নমঃ। মুখবৃত্তে—আং নমঃ। দক্ষিণ চক্ষু— ইং নমঃ। বামচক্ষু— ঐং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে— উং নমঃ। বামকর্ণে— উং নমঃ। দক্ষিণনাসাপুটে— ঋং নমঃ। বামননাসাপুটে— ঋং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে— ৯ং নমঃ। বামগণ্ডে— ৯ং নমঃ। ওষ্ঠে— এং নমঃ। অধরে— ঐং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ— ওং নমঃ। অধোদন্তপংক্তৌ— ঔং নমঃ। হৃদয়ে— অং নমঃ। মুখবিবরে— অং নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে— কং নমঃ। কর্পরে— খং নমঃ। মণিবন্ধে— গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে— ঘং নমঃ।

অঙ্গুলিমালা—৬৭ নমঃ। বামবাহুমালা—৮৭ নমঃ। কূর্ণরে—৯৭ নমঃ। মণিবন্ধে—১০৭ নমঃ। অঙ্গুলিমালা—১১৭ নমঃ।
অঙ্গুলিমালা—১২৭ নমঃ। দক্ষিণপাদমালা—১৩৭ নমঃ, ১৪৭ নমঃ, ১৫৭ নমঃ, ১৬৭ নমঃ, ১৭৭ নমঃ। জানুনি—১৮৭ নমঃ, ১৯৭ নমঃ, ২০৭ নমঃ, ২১৭ নমঃ, ২২৭ নমঃ।
পাদমালা—২৩৭ নমঃ, ২৪৭ নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—২৫৭ নমঃ। বামপার্শ্বে—২৬৭ নমঃ। পৃষ্ঠে—২৭৭ নমঃ। নাভী—২৮৭ নমঃ।
জঠরে—২৯৭ নমঃ। হৃদয়ে—৩০৭ নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—৩১৭ নমঃ। বামপার্শ্বে—৩২৭ নমঃ। ককুদি—৩৩৭ নমঃ। মাংসাত্মনে—৩৪৭ নমঃ।
বং মেদাত্মনে—৩৫৭ নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণবাহু—৩৬৭ নমঃ। হৃদয়াদি বামবাহু—৩৭৭ নমঃ। হৃদয়াদি বামবাহু—৩৮৭ নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণপাদ—৩৯৭ নমঃ।
হৃদয়াদি বামপাদ—৪০৭ নমঃ। হৃদয়াদি উদরে—৪১৭ নমঃ। হৃদয়াদি জীবাণু—৪২৭ নমঃ। হৃদয়াদি সর্বদেহে—৪৩৭ নমঃ। অতঃপর সংহার মাতৃকান্যাস করিবেন।

সংহার মাতৃকান্যাস—(খ্যান) “ওঁ অক্ষরজং হরিণপোতমুদয়টঙ্কং, বিদ্যাং কঠোরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।
অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমতন্তনভার নম্রাম্॥” ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি মুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদি
জঠরে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদমালা), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদমালা), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরা), শং নমঃ
(হৃদয়াদি দক্ষিণ করা), বং নমঃ (বামকরা), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণকরা), যং নমঃ (হৃদয়াদি), মং নমঃ
(উদরে), ভং নমঃ (নাভী), ং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদমালা), ধং
নমঃ (অঙ্গুলিমালা), দং নমঃ (গুল্ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামপাদমালা), গং নমঃ (দক্ষিণপাদমালা), টং নমঃ
(অঙ্গুলিমালা), ডং নমঃ (গুল্ফে), টং নমঃ (জানুনি), ঠং নমঃ (দক্ষিণপাদমালা), ঞং নমঃ (বামকরা), ঞং নমঃ
(অঙ্গুলিমালা), জং নমঃ (বামমণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্ণরে), চং নমঃ (বামবাহুমালা), ঙং নমঃ (দক্ষিণবাহুমালা), ঞং নমঃ
(অঙ্গুলিমালা), গং নমঃ (দক্ষিণমণিবন্ধে), ঞং নমঃ (কূর্ণরে), কং নমঃ (দক্ষিণ বাহুমালা), অং নমঃ (মুখে), অং নমঃ

(মস্তকে), ঐং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (বামগণ্ডে),
ঐং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ঐং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঐং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), উং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঐং
নমঃ (বামনেত্রে), ঐং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), অং নমঃ (ললাটে)। অতঃপর চন্দ্রমৌলিন্যাস করিবেন।

চন্দ্রমৌলিন্যাস—“অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ (ললাটে)। আং অনন্তবিরজাভ্যাং নমঃ (মুখবৃত্তে)। ইং সূক্ষ্মশান্মলীভ্যাং
নমঃ (দক্ষিণনেত্রে)। ঐং ত্রিমূর্তিলোলাক্ষীভ্যাং নমঃ (বামনেত্রে)। উং অমরেশ্বরবর্তুলাক্ষীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে)। উং
অযৌশদীর্ঘঘোণাভ্যাং নমঃ (বামকর্ণে)। ঐং ভারতভূতিসুদীর্ঘমুখীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে)। ঐং অতিথীশলোমুখীভ্যাং
নমঃ (বামনাসাপুটে)। ঐং স্থাপকদীর্ঘজিহ্বাভ্যাং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে)। ঐং হরকণ্ঠোদরীভ্যাং নমঃ (বামগণ্ডে)। এং
কিটিশোদ্ধমুখীভ্যাং নমঃ (ওষ্ঠে)। ঐং ভৌতিকেশবিকৃতমুখীভ্যাং (অধরে)। ওঁ সদ্যোজাতজালামুখীভ্যাং (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ)।
ঐং অনুগ্রহেশ্বরোক্তামুখীভ্যাং (অধোদন্তপংক্তৌ)। অং অক্ষরসুশ্রীমুখীভ্যাং নমঃ (মস্তকে)। অং মহাসেনবিদ্যামুখীভ্যাং নমঃ
(মুখে)। কং ক্রোধীশসর্বসিদ্ধিমহাকালীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণবাহুমালা)। ঞং চণ্ডেশসর্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং নমঃ (কূর্ণরে)। গং
পঞ্চাঙ্গকসৌরীভ্যাং নমঃ (মণিবন্ধে)। ঞং শিবোত্তমত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমালা)। ঙং একরূদ্রমন্ত্রশক্তিভ্যাং নমঃ
(অঙ্গুলিমালা)। চং কুর্মাশক্তিভ্যাং নমঃ (বামবাহুমালা)। ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং নমঃ (কূর্ণরে)। জং চতুরাননলম্বোদরীভ্যাং
নমঃ (মণিবন্ধে)। ঞং অজেশদ্রাবিনীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমালা)। ঞং সর্বনাগরীভ্যাং (অঙ্গুলিমালা)। টং সোমেশখচরীভ্যাং নমঃ
(দক্ষিণপাদমালা)। ঠং নমঃ লাক্ষ্মীমঞ্জরীভ্যাং নমঃ (জানুনি)। ডং নমঃ দারুকরূপিণীভ্যাং নমঃ (গুল্ফে)। টং অর্দ্ধনারীশ্বর-
বীরিণীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমালা)। গং উমাকান্তকাকোদরীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমালা)। তং আষাঢ়পুতনাভ্যাং নমঃ (বামপাদ-
মালা)। থং দণ্ডিতভদ্রকালীভ্যাং নমঃ (জানুনি)। দং অদ্রীশযোগিনীভ্যাং নমঃ (গুল্ফে)। ধং মীনশঙ্খিনীভ্যাং নমঃ
(অঙ্গুলিমালা)। নং মেঘগজিনীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমালা)। পং লোহিতকালরাত্রীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে)। ফং শিবকুঞ্জিনীভ্যাং

নমঃ (বামপার্শ্বে)। বং নমঃ ছগলগুপদিনিভ্যাং নমঃ (পৃষ্ঠে)। ভং নমঃ দ্বিরশ্বেশবজ্রাভ্যাং নমঃ (নাভৌ)। মং নমঃ মহাকালজয়াভ্যাং নমঃ (উদরে)। যং নমঃ ভৃগাশ্বকলিসুমুখেশ্বরীভ্যাং নমঃ (হৃদি)। রং নমঃ অসুগাশ্বভূজেশ্বরীবতীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে)। লং নমঃ মাংসাশ্বপিলাকীশমাধবীভ্যাং নমঃ (ককুদি)। বং নমঃ বেদাশ্বখড়্গীশবারুণীভ্যাং নমঃ (বামস্কন্ধে)। শং নমঃ অস্থাত্মবকেশবায়বীভ্যাং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণকরাগ্রে)। ষং নমঃ মজ্জাশ্বশ্বেতরাক্ষাবিদারিণীভ্যাং নমঃ (হৃদাদি বামকরাগ্রে)। সং নমঃ শুক্রাশ্বভৃগীশসহজাভ্যাং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণপাদাগ্রে)। হং নমঃ প্রাণাশ্বনকলীশলক্ষ্মীভ্যাং নমঃ (হৃদাদি বাম-পাদাগ্রে)। লং নমঃ বীজাশ্বশিবব্যাপিনীভ্যাং নমঃ (হৃদাদি জঠরে)। ক্ষং নমঃ ক্রোধাশ্বসম্বর্তকমাসাভ্যাং নমঃ (হৃদাদি মুখে)।” অতঃপর পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস—(হৃদয়ে) “ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্মায়ে নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যে নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।” (দক্ষিণস্কন্ধে) —“ওঁ ধর্মায় নমঃ।” বামস্কন্ধে—“ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।” বামোক্তে—“ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।” দক্ষিণোক্তে—“ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ।” মুখে—“ওঁ অধর্মায় নমঃ।” বামপার্শ্বে—“ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।” নাভিতে—“ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ।” দক্ষিণপার্শ্বে—“ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ।” পুনর্হৃদয়ে—“ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে নমঃ। উৎ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে নমঃ। মং বহুমণ্ডলায় দশকলাস্থানে নমঃ। সং সত্যায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং আত্মনে নমঃ। অং অন্তরাত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।” পূর্বাদি অষ্টকেশরে—“ওঁ বামায়ৈ নমঃ। ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। ওঁ রৌদ্রো নমঃ। ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ। ওঁ কাল্যৈ নমঃ। ওঁ বলবিকরণ্যে নমঃ। ওঁ বলপ্রমথিন্যে নমঃ।” মধ্যে—“ওঁ

যে সকল পূজাদিতে আরাধ্য দেবতা শিব, সে সকল স্থানে চন্দ্রমৌলিন্যাস অবশ্য করণীয়। অনেকে মাতৃকান্যাসের স্থানে এই চন্দ্রমৌলিন্যাস করিয়া থাকেন।

মনোমুখ্যে নমঃ।” তদুপরি—“ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপদ্ম পীঠাত্মনে নমঃ।” অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—“অস্য ষড়ঙ্করশিবমন্ত্রস্য বামদেবঋষিঃ পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা চতুর্বর্গসিদ্ধার্থে বিনিরোগঃ। (শিরসি)—“ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ।” (মুখে)—“ওঁ পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ।” (হৃদি)—“ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ।”

অতঃপর মূর্তিন্যাস করিবেন।

মূর্তিন্যাস—তর্জনীদ্বয়ে—“ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ।” মধ্যমাধ্বয়ে—“ওঁ মং অঘোরায়ে নমঃ।” কনিষ্ঠাধ্বয়ে—“ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।” অনামিকাধ্বয়ে—“ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ।” অঙ্গুষ্ঠাধ্বয়ে—“ওঁ যং ঈশানায় নমঃ।” মুখে—“ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ।” হৃদয়ে—“ওঁ মং অঘোরায়ে নমঃ।” পাদদ্বয়ে—“ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।” ওহো—“ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ।” মস্তকে—“ওঁ যং ঈশানায় নমঃ।” শিবলিঙ্গের পূর্বমুখে—“ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ।” দক্ষিণমুখে—“ওঁ মং অঘোরায়ে নমঃ।” পশ্চিমমুখে—“ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।” উত্তরমুখে—“ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ।” মধ্যমুখে—“ওঁ যং ঈশানায় নমঃ।” অতঃপর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন।

করন্যাস—“ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হং। বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। যং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্।”

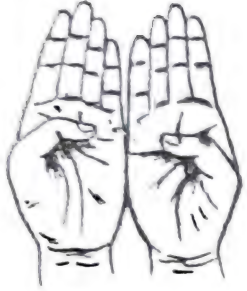
অঙ্গন্যাস—“ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মং শিখায়ৈ বষট্। শিং কবচায় হং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। যং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্।” অতঃপর গোলকন্যাস করিবেন।

গোলকন্যাস—হৃদি—“ওঁ নমঃ।” মুখে—“নং নমঃ।” স্কন্ধদ্বয়ে—“মং নমঃ। শিং নমঃ।” দক্ষিণোক্তে—“বাং নমঃ।” বামোক্তে—“য়ং নমঃ।” কণ্ঠে—“ওঁ নমঃ।” নাভৌ—“নং নমঃ।” দক্ষিণপার্শ্বে—“মং নমঃ।” বামপার্শ্বে—“শিং নমঃ।” পার্শ্বে—“বাং নমঃ।” হৃদয়ে—“য়ং নমঃ।” মস্তকে—“ওঁ নমঃ।” মুখে—“নং নমঃ।” করসন্ধিতে—“মং নমঃ।” করাগ্রে—

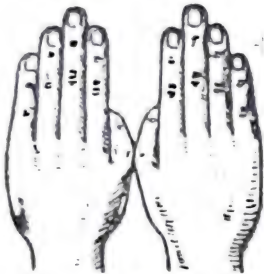
“শিং নমঃ।” পাদসঙ্কিতে—“বাং নমঃ।” পাদাঙ্গে—“য়ং নমঃ।” মস্তকে—“ওঁ নমঃ।” মুখে—“নং নমঃ।” হৃদয়ে—“মং নমঃ।” কৃষ্ণিতে—“শিং নমঃ।” উরুদ্বয়ে—“বাং নমঃ।” পাদদ্বয়ে—“য়ং নমঃ।” হৃদয়ে—“ওঁ নমঃ।” মুখে—“নং নমঃ।” টিটুমুদ্রায়—“মং নমঃ।” মৃগমুদ্রায়—“শিং নমঃ।” অভয়মুদ্রায়—“বাং নমঃ।” বরমুদ্রায়—“য়ং নমঃ।” মুখে—“ওঁ নমঃ।” কৃষ্ণদ্বয়ে—“নং নমঃ।” হৃদয়ে—“মং নমঃ।” পাদদ্বয়ে—“শিং নমঃ।” উরুদ্বয়ে—“বাং নমঃ।” জঠরে—“য়ং নমঃ।” মস্তকে—“ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ।” ললাটে—“ওঁ মং অমোরায নমঃ।” উদরে—“ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।” স্বক্ষে—“ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ।” হৃদয়ে—“ওঁ যং ঈশানায় নমঃ।”

অতঃপর ব্যাপকন্যাস করিবেন।

ব্যাপকন্যাস—“ওঁ নমোহস্ত স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গমুতায়নে। চতুর্মূর্তিবপুশ্চায়ভাসিতাঙ্গায় শান্তবে।” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক



আবাহনীমুদ্রা



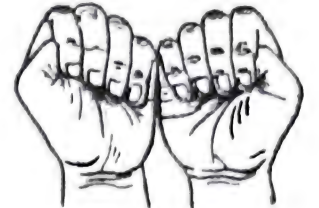
স্থাপনীমুদ্রা



সমিধাপনীমুদ্রা



সমিরোধিনীমুদ্রা



সম্মুখীকরণমুদ্রা

সমর্থ স্থলে মূর্তিন্যাস ও গোলকন্যাস করিবেন। অসামর্থ পক্ষে পার্শ্ব শিবপূজা, বাণলিঙ্গপূজা ও শিবরাত্রি বিহিত পূজায় মূর্তিন্যাস ও গোলকন্যাস বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা বা মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজায় চন্দ্রমৌলীন্যাস, মূর্তিন্যাস ও গোলকন্যাস করাই বিধেয়।

সাতবার অথবা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করিয়া, শিবলিঙ্গের মস্তকে আতপতগুল দিয়া—“ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।” মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, আবাহন করিবেন।

আবাহন—“ওঁ পিনাকম্বক ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুদ্ধাস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥” এইরূপে আবাহন করিয়া—“ইদং স্নানীয়জলং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ।” মন্ত্রে স্নান করাইয়া বজ্রটি নামাইয়া পিনেটের গোড়ায় রাখিবেন। অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি গ্রহণপূর্বক শিবের ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ ধ্যায়োন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্লোজুলাঙ্গং পরশুম্ভবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মানীনং সমস্তাংস্ততমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃতিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥”

ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসপূজা—স্বহৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপনপূর্বক বাহ্যপূজার উপচার উপকরণাদি এবং উল্লিখিত ক্রমদ্বারা মানসপূজা করিতে হয়। বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানসপূজা করিবেন। অতঃপর বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবেন।



কূর্মমুদ্রা

বিশেষার্থ্য স্থাপন—পূজক স্বীয় বামে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তদ্বাহ্যে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে “হুং” বীজমন্ত্র লিখিয়া তদুপরি অর্চনা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ”। এইক্রমে—“ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিবৌ নমঃ।” পরে তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপনপূর্বক “হুং ফট্” মন্ত্রে শঙ্খপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকার উপরে স্থাপন করিবেন। “ওঁ” মন্ত্রে উহাতে শুদ্ধজল দিয়া, পূজা করিবেন। যথা—(ত্রিপদিকায়) “এতে গন্ধপুষ্পে মং বহিমণ্ডলায় দশকলাদ্বানে নমঃ।” (শঙ্খপাত্রে) “এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায়

ধূপ ও শিবায়ে নমঃ।" দীপ—পূর্ববৎ অর্চনাঙ্কে—“এষ দীপঃ ও নমঃ শিবায়ে নমঃ।" নৈবেদ্য পূর্ববৎ অর্চনাঙ্কে—“এতৎ নৈবেদ্যম্ ও নমঃ শিবায়ে নমঃ।" পানীয় জল—পূর্ববৎ অর্চনাঙ্কে—“ইদং পানার্থোদকম্ ও নমঃ শিবায়ে নমঃ। পুনরাচমনীয়—পূর্ববৎ অর্চনাঙ্কে “ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ও নমঃ শিবায়ে নমঃ।" তাম্বুল—পূর্ববৎ অর্চনাঙ্কে—এতত্তাম্বুলং ও নমঃ শিবায়ে নমঃ।" অতঃপর স্তোত্রাদি পাঠ, তর্পণ ও প্রণাম করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণ “ও নমঃ শিবায়ে নমঃ।" স্থলে শুধু—“নমঃ শিবায়ে নমঃ।" বলিবেন। কোন দ্রব্যের অভাব হইলে তৎপরিবর্তে জল দিবেন। অতঃপর পিনাটের গোড়ায় গৌরীর পক্ষোপচারে পূজা করিবেন।

গৌরী পূজা—“এষ গঙ্গঃ ও গৌর্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও গৌর্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ও গৌর্যো নমঃ। এষ দীপঃ ও গৌর্যো নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও গৌর্যো নমঃ।" মস্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—“ও সর্বমঙ্গল মঙ্গলো শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণো ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে॥" অতঃপর অষ্টমূর্তির পূজা করিবেন।

অষ্টমূর্তির পূজা—“এতে গঙ্গপুষ্পে ও সর্বাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।" মস্ত্রে গঙ্গপুষ্প দিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন—“ও সর্বাদ্যষ্টমূর্তয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসমিরুক্ষস্ব, ইহসমিরুক্ষস্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত। স্থাং স্থীং স্থিরো ভবতঃ।" অতঃপর পূজা করিবেন। যথা—(পূর্বে) “এষ গঙ্গঃ ও সর্বায়ে ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও সর্বায়ে ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ও সর্বায়ে ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ও সর্বায়ে ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও সর্বায়ে ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ।" এইরূপে—(ঈশানে) “এষ গঙ্গঃ ও ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ও ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ও ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। (উত্তরে) “এষ গঙ্গঃ ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে

৩

৬

নমঃ। এষ দীপঃ ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ।" (বায়ুকোণে) “এষ গঙ্গঃ ও উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ও উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ও উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ।" (পশ্চিমে) “এষ গঙ্গঃ ও ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ও ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ও ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ।" (নৈঋতে) “এষ গঙ্গঃ ও পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ও পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ও পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ।" (দক্ষিণে) “এষ গঙ্গঃ ও মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ও মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ও মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ।" (অগ্নিকোণে) “এষ গঙ্গঃ ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ।" মস্ত্রে পূজাপূর্বক “এষ গঙ্গঃ ও বৃষভায় নমঃ।" “এতে গঙ্গপুষ্পে ও নন্দিনে নমঃ।" এবং “এতে গঙ্গপুষ্পে ও ভৃঙ্গিনে নমঃ।" মস্ত্রে পক্ষোপচারে পূজাপূর্বক, “এতে গঙ্গপুষ্পে ও শিবায়ে সপরিবারায় সায়ুধায় সবাহনায় নমঃ।" মস্ত্রে পক্ষোপচারে পূজাপূর্বক “ব্যোম ব্যোম” শব্দে গালবাদ্য করিয়া যথাশক্তি শিব গায়ত্রী জপ করিবেন।

শিবগায়ত্রী—“ও তৎপুরুষায় বিদ্বাহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ॥" গায়ত্রী জপান্তে—“ও নমঃ শিবায়ে।" (শূদ্র ও স্ত্রীলোক—“নমঃ শিবায়ে।") যথাশক্তি জপপূর্বক জপবিসর্জন করিবেন। মন্ত্র, যথা—“ও ওহ্যাতিওহ গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরঃ॥"

অতঃপর প্রণাম ও প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমঃস্তোত্রং বিদ্যাপাক নমঃস্তোত্রং দিব্যচক্রেণ। নমঃ পিণাকচক্রেণ বজ্রচক্রেণ নৈ নমঃ ॥ নমঃ ত্রিশূলচক্রেণ
দণ্ডশাসিসিলাগমে। নমঃস্তোত্রং ত্রৈলোক্যানাথায় তুতানাং পতয়ে নমঃ ॥ নমঃ শিলায় শাস্ত্রায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাম্মানং
ত্বং গতিং পরমেশ্বর ॥ নমঃস্তোত্রং মহাদেব লোকানাং শুক্লমীশ্বরম্। পুংসামপূর্ণ কামানাং কামপূরমরাড়িঘপম ॥” পরে পুনরায়
গালবাদ্য, বঙ্গলবাদ্যপূর্বক, এক গণ্ডুশ জল লইয়া—“ওঁ ইত্যঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহ-
ধর্ম্মাধিকারভোজ্যাগ্ন্যবস্রগুপ্তাবস্থাসু যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্বং মদীয় সমাক সকল কর্মফলং
ব্রহ্মর্পণমন্ত্র স্বাহা ॥” মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডুশ শিলের উপর দিয়া ক্রমা প্রার্থনা করিবেন। ক্রমা
প্রার্থনা—“ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জনং ন জানামি ক্রমস্ত পরমেশ্বর ॥”
অতঃপর—“ওঁ মহাদেব ক্রমস্ত ॥” মন্ত্রে শিবলিঙ্গটিকে দ্বিগুণ চালনা করিবেন।



সংহারমুদ্রা

অতঃপর ঈশানকোণে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্গন করিয়া সংহার
মুদ্রা দ্বারা একটি নির্মালা গ্রহণপূর্বক আঘাণ করতঃ উক্ত ত্রিকোণমণ্ডলে স্থাপনপূর্বক তদুপরি
পূজা করিবেন। যথা—“ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ ॥” মন্ত্রে পদ্মোপচারে পূজান্তে শিব লিঙ্গটিকে উক্ত
ত্রিকোণমণ্ডলে স্থাপন করিবেন।

—ইতি পার্শ্ব শিবপূজা পদ্ধতি—

বাণলিঙ্গ শিব পূজা

পূজার নিয়ম—বাণলিঙ্গ শিবপূজা করিতে হইলে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সংস্কর, আবাহন, বিসর্জন এবং অষ্টমূর্তির পূজা করিতে
নাই। বিষপত্রের উপর বাণলিঙ্গ শিব স্থাপন করা নিষিদ্ধ।

পূজা পদ্ধতি—পূজক শুদ্ধাসনে উত্তরাসো উপবেশনপূর্বক আচমনাদি হইতে ন্যাসাদি কার্য্য করিবেন। অতঃপর গণেশাদি
পঞ্চদেবতা, শ্রীগুরু, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজাদি সমাপনপূর্বক বাণলিঙ্গ শিবকে স্নান করাইবেন।

স্নানমন্ত্র—“ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বাকুমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্তীয় মামৃতাং ॥” অতঃপর অঙ্গন্যাস
ও করন্যাস করিবেন।

অঙ্গন্যাস—“বাং হৃদয়ায় নমঃ। বীং শিরসে স্বাহা। বৃং শিখায়ে বমট্। বৈং কবচায় হুং। বৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। বঃ করতল
পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥”

করন্যাস—“বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। বৃং মধ্যমাভ্যাং বমট্। বৈং অনামিকাভ্যাং হুং। বৌং কনিষ্ঠাভ্যাং
বৌষট্। বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥”

অতঃপর পার্শ্ব শিবপূজা বিধিতে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া, কূর্ম্মুদ্রাযোগে সচ্চন্দন পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যং মহাপ্রভম্। কামবাণাধিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্ ॥ শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং
বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্ ॥”

এইরূপ ধ্যানান্তে পুষ্পটি—“ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় নমঃ ॥” মন্ত্রে নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবেন।

স্নানসপূজা—স্বীয় বক্ষঃস্থলে উত্তানভাবে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপন করতঃ বাণলিঙ্গ-মূর্তি চিন্তা করিয়া মনে মনে

গন্ধপুষ্পাদি উপাচার দ্বারা অর্চনা করিবেন। অতঃপর পার্শ্ব শিবপূজাবিধিতে বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন ও পীঠন্যাস ক্রমে পার্শ্ব শিবপূজার ন্যায় পীঠপূজা করিয়া, ক্রমমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া পুনর্ন্যাস করতঃ, মনে মনে কুলকগুলিনীকে সহস্রারে লইয়া গিয়া সেই স্থান তেজোময় চিন্তাপূর্বক, সেই তেজঃ হইতে শিব-শক্তি-রূপ মূর্তি কল্পনা করিয়া বামনাসিক নিঃসৃত নিঃশ্বাস দ্বারা সেই কল্পিত মূর্তি ক্রমমুদ্রাহিত পুষ্পে সংস্থাপনপূর্বক সেই পুষ্প বাণলিপের মস্তকে দিয়া দশোপচারে পূজা করিবেন।

দশোপচার পূজা—“এতৎ পাদ্যং ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এব গন্ধঃ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এব ধূপঃ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এব দীপঃ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এব পানার্থোদকম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এতৎস্নানীয়ম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিয়া “হৌং” মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া “হৌং” এই বীজ যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমাপন মন্ত্র পাঠপূর্বক জপ সমাপন করিবেন।

জপ সমাপন মন্ত্র—“ওঁ ওহ্যতিওহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাম্ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাম্বাহেশ্বর ॥”

অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারকায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়। কপূরকুন্দলবলেন্দু-জটাহরায়, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥”

৪

“ওঁ নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্ত্বানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥”

বাণলিপের উপরে অন্য শিবপূজা করিতে হইলে, অগ্রে উক্ত বিধানের বাণেশ্বরের অর্চনা করিয়া পরে অন্য শিবের পূজা করিতে হয়।

অতঃপর দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণ গালে আঘাত করিতে করিতে ‘বম্ বম্’ শব্দে পাঁচবার গালত্যাগ করিয়া, যথাশক্তি দ্রব্য-কবচাদি পাঠ করিবেন।

—ইতি বাণলিঙ্গ শিবপূজা পদ্ধতি—

শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজা

ব্রতবিধি—ব্রতের পূর্বেদিন একবার হবিষ্যন্ন ভোজনপূর্বক সংযমী হইয়া থাকিবেন। পরদিবস উপবাস করিয়া রাত্রিতে চারিপ্রহরে চারিবার শিবপূজা করিবেন। তৎপরদিন পারণ করিবেন।

পূজাবিধি—পূজক প্রথমে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ তণুল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্ ॥”

“ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক, শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥”

“ও কৰ্ত্তবোহস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূৰ্বক শিবৱাত্রি বিহিত শিবপূজা কৰ্মণি, ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ও ঋদ্ধ্যতাম্, ও ঋদ্ধ্যতাম্, ও ঋদ্ধ্যতাম্ ॥” অতঃপর স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—“ও সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমম্বারভামহে। আদিত্যং বিশ্বং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥”

স্বস্তিসূক্ত (যজুঃ)—“ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ, সস্তি নত্ৰাক্ষ্যো অরিস্তনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ও গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, ও প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে, ও নিধীনাং ত্বা নিধীপতিং হবামহে বসো মম। ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥”

স্বস্তিসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—“ও স্বস্তি নো মিসীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিতিরণবণঃ। স্বস্তি পৃষা অসুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাৱাপৃথিবী সূচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতি সর্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যসো ভবন্ত নঃ। বিশ্বদেৱা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বায়ুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেৱা অবন্তভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ও স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেৱতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্যগ্নিষ্ট, স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। ও স্বস্তি পশ্চামনুচরেম, সূর্য্যচক্ৰম সাবিব। পুনর্দদতান্নতাং জানতা সঙ্গমেমহি। ও স্বস্তায়নং তাক্ষ্যমরিস্তনেমিং, মহন্তুতং বায়সং দেৱতানাং। অসুরগ্নমিন্দ্রসং সমত্সু বৃহদশো নাবমিৱাকৃহেম। অংহো মুচমগ্নিসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাশ্ৰেয়ং মনসা চ তাক্ষ্যম্। প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সন্নাশেষভয়ং নো অস্ত। ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥” অতঃপর সর্ববেদীয়গণ সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—করষোড়ে পাঠ করিবেন—“ও সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সঙ্ক্যেভূতান্যহঃ ক্ষপা। পৱনোদিকপতিভূমিৱাকাশং অচরামরাঃ। ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্ত্রায় কল্পক্ষমিহ সন্নিধিম্ ॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

৫ সঙ্কল্প—কুশীতে তিল, জল, আতপ তণ্ডুল, কুশত্রিপত্র, হরিতকী ও পুষ্পাদি লইয়া উত্তরাস্যে সঙ্কল্প ৱাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিশ্বুরোম তৎসদদ্য ফাল্লুনেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে চতুর্দশ্যাগ্নিথৌ দেৱশর্মা (প্রাতে ত্রয়োদশী থাকিলে—ত্রয়োদশ্যাং তিথাৱারভ্য) অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেৱশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেৱশর্মণঃ, দেৱ্যঃ, দাসঃ, দাস্যাঃ বা) নানা সুখসৌভাগ্য রোগাদি প্রশমনঃ শিবসায়ুজ্যকামঃ (স্ত্রীলোকপক্ষে—কামাঃ) (শ্রীশিব প্রীতিকামো বা) শিবৱাত্রি ব্রত মহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।” অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)—সঙ্কল্প ৱাক্য পাঠান্তে কুশীটি তাষটাটে উপুড় করিয়া দিয়া ঘণ্টাক্ষনি সহকারে তদুপরি আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিতে করিতে পাঠ করিবেন। যথা—“ও দেৱো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্টাসিচম্। উহা সিঞ্চক্ষমুপ বা প্ণক্ষ মাদিহো দেৱ ওহতে ॥”

সঙ্কল্পসূক্ত (যজুঃ)—“ও যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদেতি দৈৱং, তদুসুপ্তস্য তথৈৱেতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥”

সঙ্কল্পসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—“ও যা ওংগূর্য্যা সিনীৱালী, যা ৱাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহ উতয়ে, বরুণানীও স্বস্তয়ে ॥”

অতঃপর পার্থিব শিবপূজা বিধিতে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া গণেশাদির পূজা সমাপন করিয়া, পূর্বোক্ত পার্থিব শিবপূজা বিধিতে মানসপূজা, পাঠপূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্বক শিবের ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। শুধুমাত্র স্নান ও অর্ঘ্যদান মন্ত্র পৃথক।

প্রথম প্রহরে—দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইবেন। মন্ত্র, যথা—“ও হৌং ঈশানায় নমঃ ॥”

অর্ঘ্যমন্ত্র—“ও শিবৱাত্রি ব্রতং দেৱ পূজাজপ পরায়ণঃ। করোমি বিধিবদন্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর ॥ ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এমোহর্ঘ্য) ও হৌং ঈশানায় নমঃ ॥”

দ্বিতীয় প্রহরে—দক্ষিণা স্নান করাইবেন। যথা—“ওঁ হৌং অমোয়ায় নমঃ। এতৎ স্নানীয় দক্ষা ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥”
অর্থামন্ত্র—“ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদামার্থ্যং প্রসীদ উময়া সহ। ইদমার্থ্যং (যজুঃ—এমোহর্ষা) ওঁ হৌং অমোয়ায় নমঃ॥”

তৃতীয় প্রহরে—মুখদ্বারা স্নান করাইবেন। যথা—“ইদং স্নানীয় মধুঃ ওঁ হৌং নামদেবায় নমঃ॥”
অর্থামন্ত্র—“ওঁ দুঃখ দারিদ্র্য শোকেন দক্ষোহহং পার্বতীপ্রিয়। শিবরাত্রৌ দদামার্থ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ইদমার্থ্যং (যজুঃ—এমোহর্ষা) ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ॥”

চতুর্থ প্রহরে—মধুদ্বারা স্নান করাইবেন। যথা—“ইদং স্নানীয় মধুঃ ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ॥”
অর্থামন্ত্র—“ওঁ ময়া কৃতনানেকানি পাপানি হরশঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদামার্থ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ইদমার্থ্যং (যজুঃ—এমোহর্ষা) ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ॥”

প্রতি প্রহরেই পূজা শেষে অষ্টমূর্তির ও সৌরীর পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্প ওঁ সৌর্যো নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। তৎপরে অষ্টমূর্তির পূজা করিবেন।

অষ্টমূর্তির পূজা—“এতে গন্ধপুষ্প ওঁ সর্বাদাষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। (পূর্বে) “এতে গন্ধপুষ্প ওঁ সর্বায ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—(দিশানে) “ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ।” (উত্তরে) “ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ।” (বামুকোণে) “ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ।” (পশ্চিমে) “ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ।” (নৈঋতে) “ওঁ পতপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ।” (দক্ষিণে) “ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ।” (অঘ্নিকোণে) “ওঁ দৈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ॥”

অতঃপর—“এতে গন্ধপুষ্প ওঁ বৃষভায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্প ওঁ নন্দিনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্প ওঁ ভৃঙ্গিনে নমঃ।” মন্ত্রে ইহাদের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া “বম্ বম্” শব্দে গালবাদ্য করিয়া পার্শ্ব শিবপূজার ন্যায় সমস্ত কার্য শেষ করিয়া স্তব এবং কবচাদি পাঠপূর্বক ব্রতকথা পাঠ করিবেন।

শিবরাত্রি ব্রতকথা

পুরা কৈলাসশিখরে সর্বরত্নবিভূষিতে। দেব-মানব-গন্ধর্বসিদ্ধচরণ সেবিতঃ॥ অক্ষরাতিঃ পরিবৃত্তে নৃত্যস্তুতিভিরিতস্ততঃ। সর্বভুকসুমাকীর্ণে সর্বভুফলশোভিতে॥ স্থিরচ্ছায়াক্রমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃত্তে। পারিজাতপ্রসূনোথ গন্ধামোদিতদিগ্বুখে॥ আকাশ-গঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে। ত্রৈলোক্যললিতৈশ্চরু মরুভিক্রপবীজিতে॥ ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূত বেদম্বনিনিদাদিতে। উবাস সূচিরঃ প্রীতো ভবো গিরিজায়া সহ॥ সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী প্রপঞ্ছ শঙ্করম্॥ দেবুবাচ—কর্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্মার্থকামমোক্ষণাং হেতুত্বং পরিতুষ্যতি॥ ইতি দেব্যাবচঃ শ্রদ্ধা ভগবান্ শঙ্করোহব্রবীৎ॥ শঙ্কর উবাচ—যাদ্বানে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ সাক্ষেতৃদর্শী। তস্যায় যা তামসী রাত্রি সোচ্যতে শিবরাত্রিকা॥ তত্রোপবাসং কুর্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্। ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চর্চিয়া॥ তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্বথা তত্রোপবাসতঃ। ত্রয়োদশ্যাং কৃতপ্নানো ব্রহ্মাচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকদ ভুঞ্জীত নান্যথা॥ ময়্যাম সংস্মরণং রাত্রৌ শায়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে। রাত্রিশেষে সমুখায় কুর্যাদাবশ্যকং ততঃ॥ সঙ্ক্যামুপাস্য বিধিবদ বিধিপত্রাণ্যু পার্জয়েৎ। ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সঙ্ক্যাপোপাস্য পশ্চিমান্॥ নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে। বিধিপত্রৈর্বিমূজ্যথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ॥ এবাতঃ সর্বপুষ্পং স্যাৎ বিধিপত্রং তথৈবাতঃ॥ মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চতুর্দ্বপুষ্পাদিভিঃ। ন তথা জায়তে প্রীতির্বিধিপত্রৈর্বথা মম। প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাধৈব বিশেষতঃ॥ কুবীত মম গন্ধাদিঃ পুষ্পদ্বাদিভিঃ। দুক্ষেন প্রথমং স্নানং দক্ষা চৈব দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ে তু তথাঞ্জন চতুর্থে মধুনা

তথা ॥ পঞ্চরাত্র বিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি। পূজয়েন্মাং যথাশক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভিস্তথা ॥ অপরেদ্যন্ততো বিপ্রাণ্ মম ভক্তান্
শুচিত্তান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ পারণং স্বয়মাচরেৎ ॥ এবমেতদ্ ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্। যজ্ঞদানতপস্যাস্য কলাং
নাইত্তি ষোড়শীম্ ॥ এতদ্ ব্রতপ্রভাবেন গাণপতামবাধুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্বীং জায়তে কামচারবান্ ॥ তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং
বাচমানং ময়া শৃণু। অস্তি বারানসী নাম পুরী সর্বগুণৈর্যুতা। ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরং সর্বদা প্রাণিহিংসকঃ ॥ খর্ব কৃষ্ণবপুঃ ক্রুরঃ
পিস্তাক্ষং পিস্তকেশরঃ। বাণুরাপাশশল্যাদি প্রপূরিত গৃহাস্তরঃ ॥ স স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশুন্। মাংসভারং বহন
গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদাতঃ ॥ তেহসমর্থস্ত-তৎ ভারং রোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতোঃ সুস্থাপ মূলে বৈকল্যচিত্তরোঃ।
অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশভূতা ভয়প্রদা। ততউত্থায় সোহপশ্যান্ ন কিঞ্চিৎপ্রতিমিরাবৃতম্ ॥ হর্যামর্ষবশান্তত্র বৃক্ষে শ্রীকলসংস্ককে।
লতাপাশৈর্বহবিধৈমাংস ভারং ববন্ধ সং ॥ তমেব বৃক্ষঞ্চত্বেহৌ মূলে স্থাপদভীষিতঃ। শীতার্হশ্চ ক্ষুধার্হশ্চ কম্পান্বিত কলেবরঃ ॥
অজাগর তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা। দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং ॥ শিবরাত্রি তিথিঃ সা চ নিরাহারশ্চ
লুদ্ধকঃ। অথ তদ্দেহসংসর্গো হিমপাতো মমোপরি ॥ যজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ। তস্য তেনৈব ভাবেন মম
তোষো মহানভূৎ ॥ তিথিম্বাহাত্ম্যতো দেবি বিশ্বপত্রেস্য চেশ্বরি। ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ ॥ তথাপি তিথি
মাহাত্ম্যং তত্র মেহর্চা মহাকলা। অথ প্রভাতে বিমলে গতাহসৌ নিজ মন্দিরম্ ॥ কদাচিদায়ু শেষে যমদূতস্তমভ্যাগাৎ। বন্ধুকামস্ত
তং দূতং পাশেন বিবধেন চ। পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিমোগতঃ ॥ অথোভয়োর্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সূমহানভূত। তথাহতো
মদীয়েন দূতেন যমদূতকঃ। যমঃ সমানয়ামাস মংপুরদ্বারমুজূলম্ ॥ দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্বান কথয়ৎ কথাম্। ব্যাধস্য চ কুকর্ম
ত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ ॥ তৎ শ্রুত্বা তস্য সর্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্ ॥ একমেব ন
সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাশ্রবান্। পাপমেবাকরোহ্যাতো ধর্মরাজ তথাপ্যসৌ ॥ শিবরাত্রি প্রভাবেণ নীতঃ সর্বেশসন্নিধিম্। ততোহসৌ
বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ ॥ দূতাব্রিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ। এবমস্ত প্রভাবং হি ব্রতস্য বরবর্ণিনি।

অবোচং ভব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ তৎ শ্রুত্বা ভবদ্ব্যক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশংস তদৈবৈতৎ শিবরাত্রি ব্রতং
মদা ॥ বান্ধবেভ্যোহপ্যকথয়দ্ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা। তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্য়াং রাজভ্যো ভক্তিভাবিতৈঃ। এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্য়াং
প্রকাশমুজপাদিতম্ ॥ ভূতেশ্বরাদিহ পরোহস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাস্বমেধমদৃশঃ ক্রতুরিষ্টি লোকে। গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ
তীর্থমস্তি। নান্যদব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥

—ইতি শিবরহস্যীয় শিবরাত্রি ব্রতকথা সমাপ্তম্—

ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ।

“ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যন্তবেৎ।

পূর্ণং ভবতু তৎসর্বম্ তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরঃ ॥”

শিবরাত্রি ব্রতকথা (বঙ্গানুবাদ)

পুরাকালে সর্বরত্ন নিভূষিত, দেব-দানব-গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ সেবিত, অঙ্কুরীগণ পরিবৃত, নানা পুষ্প-ফলাদি শোভিত, পারিজাত
ফুলের গন্ধে আমোদিত ও ব্রহ্মর্ষিগণের বেদধ্বনি মুখরিত, মন্দাকিনী বিধৌত কৈলাস শিখরে একাসনে পার্বতী ও মহাদেব
বসিয়াছিলেন। নানা কথা আলোচনার পর পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবান্! মানবগণ কি কর্ম, কি ব্রত,
বা কিরূপ তপস্যা করিলে আপনি প্রীত হন? কারণ আপনি তুষ্ট হইলেই মানবগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি চতুর্ভগ্ন লাভ
করে। পার্বতীর কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—হে প্রিয়ে! ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে ঘোর অন্ধকার রাত্রি
হয়, তাহার নাম শিবরাত্রি। মানবগণ শিবরাত্রিতে উপবাস করিলে আমি অত্যন্ত প্রীত হই। এইদিন উপবাস করিলে আমি
যেক্রপ প্রীত হই, স্নান-স্থান-প্রণাম, ধূপ-দীপ প্রভৃতি বিবিধ উপচারদ্বারা পূজাতে আমার সেরূপ প্রীতলাভ হয় না। শিব-

রাত্রির পূর্বদিনে স্নানাদি সমাপন করিয়া একবার মাত্র হবিষ্যায় ভোজন করিবে। রাত্রিতে আমার নাম স্মরণপূর্বক সংযমী হইয়া তৃপ্তব্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। পরদিন ব্রাহ্মমূহর্তে শয্যাভ্যাগ ও স্নান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক বস্ত্রাবিধি সন্ধ্যাবন্ধনাদি সমাপনান্তে বিশ্বপত্র চয়ন করিবে। আমার পূজায় বিশ্বপত্রই প্রশস্ত। বিশ্বপত্রদ্বারা পূজা করিলে আমি যেরূপ দত্তষ্ট হই, মণি-মুক্তা প্রভৃতি বস্ত্র এবং বিনিময় পুষ্পের দ্বারা পূজা করিলেও আমার সেরূপ প্রীতिलाভ হয় না। প্রথম প্রহরে দুগ্ধদ্বারা, দ্বিতীয় প্রহরে দধিদ্বারা, তৃতীয় প্রহরে ঘৃতদ্বারা ও চতুর্থ প্রহরে মধুদ্বারা আমাকে স্নান করাইবে এবং চারি প্রহরে চারিটি অর্ঘ্য দিবে। এইদিন নৃত্য-গীতাদির দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন আমার ভক্ত, ব্রতী ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইয়া পারণ করিবে। হে দেবি! এইরূপে ব্রত পালন করিলে আমার প্রীতिलाভ করিবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যার দ্বারাও এই ব্রতের কিয়দংশ ফল লাভ করা যায় না। ব্রতের প্রভাবে গণেশ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া গণপতিত্ব লাভ করিয়াছে। হে দেবি! আমি এই ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বকালে বারানসী পুরীতে খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, ক্রুরস্বভাব, পিঙ্গল চক্ষু, পিঙ্গল কেশ, সর্বদা প্রাণি-হিংসক এক ব্যাধ ছিল। তাহার গৃহ দণ্ড, রজ্জু ও অস্ত্রাদি দ্বারা পূর্ণ ছিল। একদিন সেই ব্যাধ বনে গিয়া নানা প্রকার পশুহত্যা করিয়া, মাংসভার লইয়া গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ব্যাধ মাংসভার বহনে কাতর হইয়া বিশ্রামের জন্য একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল। এদিকে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করায় ঘোর অন্ধকার রাত্রি উপস্থিত হইল। ব্যাধের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে দেখিল চারিদিকে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। সে তখন অতিকষ্টে একটি বিলবৃক্ষের উপর উঠিয়া লতা-পাতা দ্বারা মাংসভার বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া, হিবে জন্তুর ভয়ে নিজে বৃক্ষশাখায় বসিয়া রহিল। রাত্রিতে শিশিরের জলে তাহার সর্বঙ্গ ভিজিয়া গেল। ব্যাধ শীতাত, ক্ষুধাত হইয়া কম্পিত কলেবরে রাত্রি জাগরণ করিয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া রহিল। সেই

বৃক্ষমূলে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যাধের গাত্রস্পর্শে একটি বিশ্বপত্র ভগ্ন হইয়া শিশিরবিন্দুসহ সেই লিঙ্গের উপরে পতিত হইল। তাহার ফলে আমি ব্যাধের প্রতি তুষ্ট হইলাম। তারপর রাত্রি প্রভাতে ব্যাধ বৃক্ষ হইতে নামিয়া মাংসভার ক্ষুদ্র লইয়া নিজগৃহে গমন করিল। কিছুদিন পরে ব্যাধের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন যমদূত আসিয়া দৃঢ় পাশদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। সেই সময় আমার দূত তথায় উপস্থিত হইয়া যমদূতগণকে বাধা দিল। অতঃপর উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। অবশেষে আমার দূত যমদূতকে পরাস্ত করিয়া ব্যাধকে কৈলাসপুরীতে লইয়া আসিল। যমদূত দ্বারপাল নন্দীকে দেখিয়া ব্যাধের সব কুর্কমের কথা বলিয়া ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। সর্বজ্ঞ নন্দীকেশ্বর তখন যমদূতগণকে ব্যাধের শিবরাত্রি ব্রতের বিষয় বর্ণনা করিল। অবশেষে বলিল—হে যমদূতগণ! এই দুরাত্মা ব্যাধ যাবজ্জীবন দূর্কর্ম করিয়াছে সত্য, তথাপি শিবরাত্রি ব্রতের ফলে শিবদূত উহাকে শিবের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। যমদূতগণ নন্দীকেশ্বরের নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া নিজস্থানে গমন করিল। হে পার্বতি! শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য তোমার নিকট বলিলাম। পার্বতী ইহা শ্রবণ করিয়া খুশী হইলেন এবং সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। দেবতা, ঋষি ও মুনিগণ পার্বতীর নিকট শিবরাত্রির ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করিলেন। এইভাবে শিবরাত্রি ব্রত প্রচলিত হইল। ত্রিভুবনে যেরূপ শিবের তুল্য দেবতা, অশ্বমেধতুল্য যজ্ঞ, ও গঙ্গার তুল্য তীর্থ নাই, সেইরূপ ত্রিভুবনে শিবরাত্রির সদৃশ আর কোন ব্রত নাই।

—শিবরাত্রি ব্রতকথার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত—

ব্রতকথা পাঠান্তে দক্ষিণাস্ত করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবেন। পরদিবস স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক যথাশক্তি শিবপূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে যথাসাধ্য ভোজন করাইয়া নিজে পারণ করিবেন।

পারণ মন্ত্র—ব্রতের পরদিবস পারণ মন্ত্র পাঠান্তে পারণ করিবেন। যথা—“ও সংসারক্লেশদক্ষ্য ব্রতেনানেন শঙ্কর। প্রসাদ সুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রদো ভব॥”

—ইতি শিবরাত্রি ব্রত সমাপ্ত—

শিবাস্তক স্তোত্রম্

প্রভুশীল-মনীশ মহেশগুণঃ, গুণহীন মহীশগণান্তরণঃ। রণ-নির্জিতদুর্জয়-দৈত্যাপুরঃ, প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুম্ ॥১॥
 নিরিরাজ-সুভাসিত বামতনুঃ, তনুনির্মিত রাজিত কোটিবিশুঃ। বিশি-বিশু শিরোচিহ্নিত পাদযুগলঃ, প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুম্ ॥২॥
 শশলাঙ্ঘ্রিত-রাজিত-সম্মুকুটম্, কটি-লম্বিতসুন্দর-কৃষ্ণপটং। সুর-শৈবলিনী-কৃতপুতজটং, প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুম্ ॥৩॥ নন্দন-
 জয়-ভূষিত চাক্রমুখঃ, মুখপদ্মবিনির্মিত কোটিবিশুঃ। বিশুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভ্রাজতটং, প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুম্ ॥৪॥ বসরাজ-
 নিকেতন-মাদি-গুণঃ, গরলাশনমার্তি-বিনাশকরঃ। প্রমথাপি প সেবক-রঞ্জনকঃ, প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুম্ ॥৫॥ মকরন্দজ-
 মত্ত-মাতঙ্গহরঃ, করিচর্মবিলাসবিশেষকরঃ। বরদাভয়-শূলবিমাণধরঃ, প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুম্ ॥৬॥ ভগদুহুত পালননাশকরঃ,
 ককণেশগুণত্রয়রূপধরঃ। প্রিয়মানব-সাধুজনৈকগতিঃ, প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুম্ ॥৭॥ ন দন্তে পুষ্পং সদা পার্শ্বচিহ্নং,
 পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শস্ত্রে। ভজতোহখিলদুঃখসমুদ্বিহরঃ, প্রণমামি শিবঃ শিবকল্পতরুম্ ॥৮॥

ওঁ তৎসৎ

—ইতি শিবাস্তক স্তোত্রম্ সমাপ্তম্—

সদাশিব কবচম্

শ্রীপার্বত্যাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ গর্বান্নয় প্রপূজিতম্। সর্বং মে কথিতং দেব কবচং নং প্রকাশিতম্। প্রসাদাখ্যাস্য মন্ত্রস্য কবচং মে
 প্রকাশয়। সর্বরক্ষা করং দেব যদি স্নেহোহস্তি মাংপ্রতি ॥

৪৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রসাদমস্ত্রে কবচস্য বামদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ। পর্যন্তিচ্চন্দশ্চ দেবেশি সদাশিবোহব্রুদেবতা ॥ সাধকাতীষ্টসিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ
 প্রকীর্তিতঃ। শিরো মে সর্বদা পাতু প্রসাদাখ্যঃ সদাশিবঃ ॥ যড়াকরস্বরূপো মে বদনস্ত মহেশ্বরঃ। অষ্টাঙ্কঃ শক্তিরুদ্ধশ্চক্ষুরী মে
 সদাবতু ॥ পঞ্চাঙ্করাঙ্গা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু। মৃত্যুঞ্জয়দ্বিবীজাঙ্গা আয়ু রক্ষতু মে সদা ॥ বটমূলোসমাসীনো
 দক্ষিণামূর্তিরব্যয়ঃ। সদা মাং সর্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিশার্ণস্বরূপধৃক্ ॥ দ্বাবিংশার্ণাঙ্গাকো রুদ্রঃ কুক্ষিঃ মে পরিরক্ষতু। ত্রিবর্ণাঙ্গা নীলকণ্ঠঃ
 কণ্ঠঃ রক্ষতু সর্বদা ॥ চিত্তামণিবীজরূপোহর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ। সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্বসম্পৎ প্রদায়কঃ ॥ একাঙ্করস্বরূপাঙ্গা
 কূটব্যাপী মহেশ্বরঃ। মার্তগুণ্ডৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু ॥ ডুম্বুরাখ্যো মহাবীজস্বরূপস্ত্রিপূরাস্তকঃ। সদা মাং রণভূমৌ
 চ রক্ষতু ত্রিংশাধিপঃ ॥ উর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্বদা। দক্ষিণস্যাং তৎপুরুষোহবব্যান্মে গিরিবিনায়কঃ ॥ অঘোরাখ্যো
 মহাদেবঃ পূর্বস্যাং পরিরক্ষতু। বামদেবঃ পশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু ॥ উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাতস্বরূপধৃক্। ইন্দ্ৰং
 রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্লভম্ ॥ প্রাতঃকালে পঠেদ যন্তু সোহভীষ্টং ফলমাধুয়াৎ। পূজাকালে পঠেদ যন্তু কবচং সাধকোত্তমঃ ॥
 কীর্তিপ্রীতিকাণ্ডির্মোক্ষায়ুর্বৃহতিভো ভবতি ব্রুবম্। কণ্ঠে যো ধরয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্ ॥ যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি দ্যুতে বাদে চ
 সাধকঃ। কবচং ধারয়েদ যন্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে ॥ দেবা মনুষ্যা গন্ধর্বা বশান্তস্য ন সংশয়ঃ। কবচং শিরসা যন্তু ধারয়েদ
 যতমানসঃ ॥ করস্থাস্ত্যস্য দেবেশি অগ্নিমাধ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ। ভূর্জপত্রে ত্রিমাং বিদ্যাং গুরুপট্টে বেষ্তিতাম্ ॥ রজতোদরসর্পিষষ্ঠাং
 কুহ্মা চ ধারয়েৎ সুধীঃ। সংপ্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীমন্তে মদেহরূপধৃক্ ॥ যস্যৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন। শিষ্যায়
 ভক্তিশুস্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ ॥ অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে। তবস্নেহান্মহাদেবি কথিতং কবচং শুভম্ ॥ ন
 দেয়ং কদাচিদ ভদ্রে যদিচ্ছেদাত্মনো হিতম্। যোহর্চয়েদ গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ করচং মন্থখোদিতম্। তেনাচিতা মহাদেবি সর্বে দেবা
 ন সংশয়ঃ ॥

—ইতি ভৈরবতন্ত্রে শ্রীসদাশিবকবচম্ সম্পূর্ণম্—

৪৫

নামো গৃহাণার্থ্যং দিবাকরম্ এষোহর্ষা ও নমো ভগবতে শ্রীসূর্যায় নমঃ ॥” মন্ত্রে কপালে ঠেকাটীয়া সূর্য্যের উদ্দেশে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম করিবেন।

সূর্য্যার্থী (ঋষেদী) — “ও নমো বিশ্বস্বতে ব্রহ্মণ, ভাস্বতে বিষ্ণুভ্যাসে। জগৎসন্ধিরে শুচয়ে সন্ধিরে কর্মদায়িনে ॥ এহি সূর্য্যো সহস্রাংশো তেজোরামো জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং, গৃহাণার্থ্যং দিবাকর ॥ ও হংসঃ তচিৎসুস্বত্বনিক সঙ্কাতা বেদিসদতিথিদুরোণসম, সত্বরসদতসদ্বোমসদত্তা গোজা ঋতজা অদিজা ঋতং বৃহৎ ॥” এষোহর্ষাঃ ও নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥” মন্ত্রে অর্ঘ্যাটি সূর্য্যের উদ্দেশে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—“ও জাবাকুসুম সদাশং কাশ্যাপেয়ং মহাদ্যুতিম্। স্পাত্তারিং সর্বপাপয়ং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥” অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—বৃশীতে আতপ তণ্ডুল লইয়া বামহস্তের তালুতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ও কর্তব্যোহস্মিন্ গণপত্যাди নানাদেবতা পূজাপূর্বক মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মণি, ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ও পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ও পুণ্যাহং, ও পুণ্যাহং, ও পুণ্যাহম্ ॥”

“ও কর্তব্যোহস্মিন্ গণপত্যাди নানাদেবতা পূজাপূর্বক মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মণি, ও স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ও স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ও স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥”

ও কর্তব্যোহস্মিন্ গণপত্যাди নানাদেবতা পূজাপূর্বক মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মণি, ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ও ঋদ্ধ্যতাম্, ও ঋদ্ধ্যতাম্, ও ঋদ্ধ্যতাম্ ॥”

অতঃপর স্ব-স্ববেদোক্ত বা যজ্ঞমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিতে করিতে ঘণ্টাক্ষনি সহকারে আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—“ও সোমং রাজানং বরুণ ময়িমম্বারডামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥”

স্বস্তিসূক্ত (যজুঃ)—“ও গণানাং ত্বা গণপতিও হবামহে, প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিও হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধীপতিও হবামহে বসো মম ॥ ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি ন পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো অরিস্তনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥”

স্বস্তিসূক্ত (ঋষেদী)—“ও স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেবাদিতিরণবনঃ। স্বস্তি পৃষা অসুরো দধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাৱাপৃথিবী সৃচেতুনা। ও স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহে, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যম্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্ত নঃ ॥ ও বিশ্বদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরাগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তু ভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ও স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথো রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশচাঘিষ্ঠ, স্বস্তি নো অদিতে কধি। ও স্বস্তি পশ্চামনুচরেম, সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতায়ুতাং জানতা সঙ্গমেমহি। ও স্বস্তায়নং তার্ক্যমরিস্তনেমিঃ, মহন্তুতং বায়সং দেবতানাং (দেবানাম)। অসুরঘুমিষ্টসং সমংসু বৃহদমশো নাবমিবারুহেম। ও অংহো মুচমগ্নিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্যাম্। প্রমতপানিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেদভয়ং নো অস্ত ॥ ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥” অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—করঘোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ও সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালাঃ, সঙ্কোভূতানাং ক্ষপা। পবনোদিক্তির্ভূমিরা-কাশঃ ঋচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাত্মায় কল্লেক্ষমিহ সমিধিম্ ॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (বৃশীতে) জল, তিল, হরিতকী, আতপ তণ্ডুল, কুশত্রিপত্র ও পুষ্প লইয়া বামহস্তের তালুতে রাখিয়া

[The page contains several lines of extremely faint, illegible text.]

[illegible]

অধিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা, যুতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্ অর্কপ্রিধাতু রক্ষসো বিমানোহজমো ঘর্মো হবিরশ্মিনাম্ ॥” কুশোদক—
“ও যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমৃতয়ে ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন।
অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া, পঞ্চগব্যদ্বারা পূজাস্থানাদি শোধন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—সম্মুখের ভূমিতে জলদ্বারা একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া মণ্ডলে পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“ও কুমায় নমঃ। ও অনন্তায় নমঃ। ও পৃথিবৌ নমঃ।” অতঃপর “ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালনপূর্বক মণ্ডলে স্থাপনপূর্বক “নমঃ” মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিবেন। অতঃপর কোশায়ে বিশ্বপত্র, দুর্বা, আতপ তণ্ডুল ও গন্ধপুষ্প দিয়া অক্ষুশমুদ্রাযোগে তীর্থাবাহন করিবেন। মন্ত্র, যথা—“ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্দু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধি কুরু ॥” অতঃপর কোশার জলে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, মৎস্যমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক “ও জুং সং।” এই মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া উক্ত জলদ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণসমূহ অভ্যক্ষণ করিবেন। অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—“ফট্” মন্ত্রে কোশার জলদ্বারা দ্বারদেশ অভ্যক্ষণপূর্বক দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—“ও দ্বার-দেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিধন্ত্যক্ষম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীতঃ ॥” ইহার পর পূর্বাদিক্রমে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও নন্দিনে নমঃ।” এইক্রমে—“ও মহাকালায় নমঃ। ও গণেশায় নমঃ। ও ভৃঙ্গিনে নমঃ। ও বৃষভায় নমঃ। ও স্বন্দায় নমঃ। ও পার্বতীশায় নমঃ। ও চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।” অতঃপর বিদ্যাপসারণ করিবেন।

বিদ্যাপসারণ—“ও জুং সং।” এই মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিদ্ব, “ও অন্তায় ফট্।” মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জলদ্বারা অন্তরীক্ষের বিদ্ব, বামপদের গোড়ালী দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিদ্ব অপসারণ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে গ্রহিবন্ধন করিবেন।

গ্রহিবন্ধ—মন্ত্র, যথা—“ও মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হং ফট্ স্বাহা।” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক বস্ত্রাঞ্চলে গ্রহিবন্ধন করিয়া, “ফট্” মন্ত্রে কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, মন্ত্র পাঠান্তে পূর্বদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—“ও অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিদ্বকর্তারন্তে নশ্যন্ত শিবাঙ্গয়া ॥” অতঃপর মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—নব মূংপাত্রে, বিশ্বপত্রে বা কদলীপত্রে আতপ তণ্ডুল, মাষকলাই ও দধিদিয়া ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—“ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত” ইত্যাদি। এইরূপে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহনপূর্বক—“এষ গন্ধঃ ও ভূতাদিভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ও ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ও ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ও ভূতাদিভ্যো নমঃ।” “বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” তিনবার এই মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ও মাষভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ও ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে—পাঠ করিবেন। যথা—“ও ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহন্ত ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈবলিভিস্তপিতান্তথা। দেশাদশ্মাদ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্ ॥” অতঃপর এক গণ্ডুষ জল লইয়া—“ও ভূতাদয় ক্ষমক্ষম ॥” মন্ত্রে ভূতগণের বিসর্জন করিয়া কিছু স্বেতসর্বপ ও আতপ তণ্ডুল লইয়া “ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—“ও অপসর্পন্ত তে ভূতা, যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিদ্বকর্তারন্তে নশ্যন্ত শিবাঙ্গয়া ॥” অতঃপর আসনওদ্ধি করিবেন।

আসনওদ্ধি—আসনের বামে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ও আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে পুষ্পটি আসনে দিয়া আসন ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ও অস্যা আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠাখিঃ সুতলাং ছন্দো কূর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ও পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা তক্ষ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্ ॥”

অধর্মায় নমঃ। (বামপার্শ্বে) ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। (নাভিতে) ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে) ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ। (পুনর্হৃদয়ে) ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং সূর্যামণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলায়ানে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, সং সত্যায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আয়ানে নমঃ, অং অস্তুরায়ানে নমঃ, পং পরমায়ানে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানায়ানে নমঃ। (হৃৎপথে পূর্বাদি অষ্টকেশরে) ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ অগ্নিকায়ৈ নমঃ, ওঁ কালো নমঃ, ওঁ বলবিকরণো নমঃ, ওঁ বলপ্রমথনো নমঃ। (মধ্যে) ওঁ মনোগ্রনো নমঃ। (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাশ্রয়িত্বমুজ্জয়ানন্তায় যোগপীঠায়ানে নমঃ॥” অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—“অস্মা মৃত্যুঞ্জয় মম্বসা কহোল ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা মৃত্যুনিবারণার্থে (মহারোগ প্রশমনার্থে বা) বিনিয়োগঃ। শিরসি—“ওঁ কহোলায় ঋষয়ে নমঃ।” মুখে—“ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ।” হৃদয়ে—“ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥” অতঃপর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবেন।

অঙ্গন্যাস—“ওঁ সং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ সীং শিরসে স্বাহা। ওঁ সূং শিখায়ৈ বমট। ওঁ সৈং কবচায় হং। ওঁ সৌং নেত্রজয়ায় বৌষট্। ওঁ সঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥”

করন্যাস—“ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ সূং মধ্যমাভ্যাং বমট। ওঁ সৈং অনামিকাভ্যাং হং। ওঁ সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥” অতঃপর ব্যাপকন্যাস করিবেন।

ব্যাপকন্যাস—“ওঁ জুঁ সঃ” মস্ত্রে সাতবার অথবা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন।

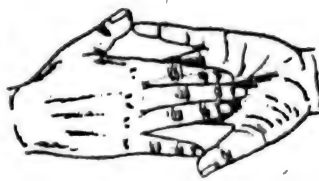
ধ্যান—“ওঁ চন্দ্রাক্ষিবিলাচনং স্মিতমুখং পদ্মদয়াসুস্থিতম্। মুদ্রপাশমৃগাক্ষ-সূত্র-বিলসৎ পানির হিমাংশুপ্রভম্॥ কোটিরেন্দুগলংসুধাপ্লুততনুঃ হারাদিভূষোজুলম্। কাস্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥

৫

ধানান্তে পুষ্পটি নিজমস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসোপচারে পূজা—উপরোক্ত ধ্যানান্তে স্বমস্তকে পুষ্প দিয়া হৃৎপদ্মমধ্যে কল্পিতপীঠে তেজোময় দেবতারূপ চিন্তা পূর্বক মানসোপচারে পূজা করিবেন। কুণ্ডলিনী পত্রস্থ জল—পাদ্য, মন— অর্ঘ্য, সহস্রদল কমলামূত— আচমনীয়, চতুর্বিংশতি তত্বাত্মক অহিংসাদি নির্মলগুণাত্মক— পুষ্প, প্রাণবায়ু— ধূপ, তেজোরূপ দীপ্তি— দীপ, সুধারসাদ্বন্ধি— নৈবেদ্য, আকাশরূপ— চামর, সূর্য্যাত্মক— দর্পণ, চন্দ্রাত্মক— ছত্র, অনাহত ঋনিরূপ— ঘণ্টা নিবেদন করিবেন। অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে অধোমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপনপূর্বক “ফট্” মস্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকায় স্থাপন করিয়া “নমঃ” মস্ত্রে গন্ধপুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, অশ্রুতাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া বিলোম মাতৃকা মস্ত্রে উহাতে জল দিবেন। যথা—“ওঁ ক্ষং নমঃ।” এইক্রমে আদিতে ‘ওঁ’ অস্ত্রে ‘নমঃ’ যোগ করিয়া ‘লং হং সং যং শং বং লং রং যং, মং ভং বং ফং পং, নং ধং দং থং তং, গং ঢং ডং ঠং টং, ঞং, ঋং জং ছং চং, ঙং ঘং গং খং কং, অং অং ঔং ওং ঐং এং ঐং ৯ং ৯ং ঋং ঋং উং উং ঐং ইং আং অং।” অতঃপর “ওঁ জুঁ সঃ” মস্ত্রে জল পূরণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ।” মস্ত্রে ত্রিপদিকায়। “এতে গন্ধপুষ্পে অং সূর্য্যামণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ।” মস্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে। “এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলায়ানে নমঃ।” মস্ত্রে জলে পূজা করিয়া অক্ষুণ্ণমুদ্রা দ্বারা জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈন গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিদ্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সমিধিং কুরু।” অতঃপর ঐ জলকে দেবতারূপ চিন্তা করিয়া “হং” মস্ত্রে অবগুষ্ঠনমুদ্রা, “বমট্” মস্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া, “বৌষট্” মস্ত্রে জল



গালিনীমুদ্রা

প্রদর্শন করিয়া পূজনীয় দেবতার অঙ্গমস্ত্রে তদুপরি গন্ধপুষ্প প্রদান করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সীং শিরসে স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূং শিখায়ৈ বষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সৈং কবচায় হুং। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥” অতঃপর পীঠদেবতার আবাহনপূর্বক নীচপূজা করিবেন।

নীচপূজা—“ওঁ পীঠদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসমিক্ষাত, ইহসমিক্ষাত, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” এইরূপে আবাহনপূর্বক পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইরূপে—“প্রকৃতৌ, কুর্মায়ে, অনন্তায়, পৃথিবৌ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। (অগ্নিকোণে) ধর্মায়। (নৈঋতে) জ্ঞানায়। (বায়ুকোণে) বৈরাগ্যায়। (দিশানকোণে) ঐশ্বর্য্যায়। (পূর্বে) অধর্মায়। (দক্ষিণে) অজ্ঞানায়। (পশ্চিমে) অবৈরাগ্যায়। (উত্তরে) অনৈশ্বর্য্যায়। (মধ্যে) অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে, মং বহুমণ্ডলায় দশকলাস্থানে, সং সত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মানে, অং অন্তরাত্মানে, পং পরমাত্মানে, হ্রীং জ্ঞানাত্মানে, বামায়ৈ, জ্যোষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যে, কাল্যে, বলবিকরণ্যে, বলপ্রমথিন্যে, সর্বভূতদমন্যে। (মধ্যে) মনোম্মন্যে, ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাস্থানে নমঃ॥” এইরূপে সর্বত্র আদিত্তে “ওঁ” এবং অন্ত্রে “নমঃ” যোগে পূজা করিয়া, “সাং” মস্ত্রে করাজন্যাস করিবেন।

অঙ্গন্যাস—“সাং হৃদয়ায় নমঃ। সীং শিরসে স্বাহা। সূং শিখায়ৈ বষট্। সৈং কবচায় হুং। সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।”

করন্যাস—“সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। সৈং অনামিকাভ্যাং হুং। সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥”

উক্তরূপে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যানান্তে পুষ্পটি শিবলিঙ্গে দিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন—“ওঁ জুঁ সঃ ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয় ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিক্ষেহি, ইহসমিক্ষস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” অতঃপর ষড়ঙ্গ পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে সঃ হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে সীং শিরসে স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে সূং শিখায়ৈ বষট্। এতে গন্ধপুষ্পে সৈং কবচায় হুং। এতে গন্ধপুষ্পে সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এতে গন্ধপুষ্পে সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥” অতঃপর “হুং” মস্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা, “বং” মস্ত্রে ধেনুমুদ্রা এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া, পরমীকরণমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া লেলিহানমুদ্রা দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।



যোনিমুদ্রা



পরমীকরণমুদ্রা



লেলিহানমুদ্রা

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবতায়ঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবতায়ঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং

সং হৌং হং সঃ শ্রীমত্যাঞ্জয় দেবতায়ঃ সবেক্রিয়ানি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমত্যাঞ্জয় দেবতায়ঃ বাস্তুনশ্চক্রেপ্রোত্যাগপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরস্তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ওঁ মনোজুতির্জুযতা মাজ্যাস্য, বৃহস্পতির্মজ্জমিমাং তনোদ্বিরিষ্টং যজ্ঞং সমিমাং দধাতু, বিষ্ণে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোং প্রতিষ্ঠ। ওঁ অশ্বৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অশ্বৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অশ্বৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা ॥ ওঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্সসঙ্কোতা বেদিসদিতিথির্দুরোনসং। নৃষাধর সদত সঙ্কোম সদন্তা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ওঁ প্রতদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যোন, মৃগো ন ভীমা কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোক্রুশু ত্রিষু বিক্রমণে স্বধিক্রিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা। ওঁ বিষ্ণুর্যোনি কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিশতু। আবিষ্কৃতু প্রজাপতির্থাতা গর্ভং দধাতুতে। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বাকুরুমি বন্ধনান্মৃত্যোর্মুকীয় মামৃতাং ॥”

অতঃপর তিনবার তর্পণ করিবেন।

তর্পণ—রক্তচন্দন মিশ্রিত জলদ্বারা তত্ত্বমুদ্রায় তিনবার তর্পণ করিবেন। যথা—“ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমত্যাঞ্জয়দেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা ॥” অতঃপর প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—রজতাসন—“বং এতশ্চৈ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক কুশোদকে অভ্যাক্ষণ করতঃ “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতশ্চৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীমত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্বাত্মর্যামিনে দেব সর্ববীজময়ং ততম্। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্ ॥ ইদং রজতাসনং ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” স্বাগত—“ওঁ মত্যাঞ্জর শিব স্বাগতম্। ওঁ কৃতার্থোহনুগৃহীতোহস্মি সফলং জীবিতন্তু মে। সদাগতোহসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয় ॥ ওঁ জুঁ সঃ ভগবন্ মত্যাঞ্জর সুস্বাগতম্ ॥” পাদ্য—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ যজ্ঞকিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তস্য তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে ॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” অর্ঘ্য—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ তাপত্রয় হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্। অপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্। ইদমর্ঘ্যং ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ স্বাহা ॥” আচমনীয়—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ দেবানামপি

দেবায় দেবানাং দেবতাস্থানে। আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়াঅ শ্রুতিহেতবে ॥ ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ স্বাহা ॥” মধুপর্ক—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ সর্বকন্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাঙ্গনে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥ এষ মধুপর্কঃ ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ স্বাহা ॥” পুনরাচমনীয়—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তশ্চৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ স্বাহা ॥” স্নানীয়—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ পরমানন্দবোধাক্তি নিমগ্ন নিজমূর্তয়ে। সাসোপাসোমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥ ইদং স্নানীয়ং ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” বস্ত্র—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ মায়াচিত্র পটচ্ছন্ন নিজওহ্যোক্তেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসন্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ ইদং বস্ত্রং ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” উত্তরীয়—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ যমপ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তশ্চৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ ॥ ইদমুত্তরীয়কং ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” যজ্ঞোপবীত—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ যস্য শক্তিব্রহ্মেণেদং সংপ্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তশ্চৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে ॥ ইদং যজ্ঞসূত্রম্ ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” আভরণ—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ স্বভাবসুন্দরাস্মায় নানশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়ামি সুরাচিত ॥ ইদং রজতাভরণং (স্বর্ণাভরণং বা) ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” গন্ধ—গন্ধপুষ্প লইয়া পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্যং পরিপূর্ণ দিগন্তর। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ এষ গন্ধঃ ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” পুষ্প—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্যং পরিপূর্ণ দিগন্তর। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ এষ গন্ধঃ ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” পুষ্প—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ তুরীয়বনসভুতং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভ্যং পুষ্পং গৃহাতামিদমুত্তমম্ ॥ ইদং পুষ্পম্ ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ বৌষট্ ॥” সচন্দন বিষ্ণপত্র—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এতৎ সচন্দন বিষ্ণপত্রম্ ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥” ধূপ—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আশ্রয়েৎ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ ধূপঃ ওঁ জুঁ সঃ মত্যাঞ্জরায়

দেবতায়ৈ স্বাহা ॥" দীপ—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বভূতমিরাপহঃ। সবাহ্যভাস্তরং জ্যোতির্মীশোহয়ং প্রতিগৃহাতাম্ ॥ এষ দীপঃ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ স্বাহা ॥" নৈবেদ্য—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ সংপাত্রসিদ্ধং সুহবির্বিবিধানেক ভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ ॥ এতম্নৈবেদ্যং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ স্বাহা ॥" পানীয়—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্বভূতপিতরং পরম্। অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥ ইদং পানীয়ং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥" পুনরাচমনীয়—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ উজ্জ্বলোহপাত্তির্বাণি যস্য স্বরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥" তাম্বুল—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ দোষত্রয়হরং দিবাং কর্পূরাদি সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেবং তাম্বুলমিদমুত্তমম্ ॥ ইদং সোপকরণ তাম্বুলং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥" পুষ্পমালা—পূর্ববৎ অভ্যাক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মালাং নানাপুষ্পোপশোভিম্। শ্রীযুক্ত লব্ধমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ইদং পুষ্পমালাং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ ॥"

বিঃ দ্রঃ—“ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ" স্থলে—“ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ।" মন্ত্রেও উপচারসকল দান করিতে পারেন।

অতঃপর অষ্টোত্তর শত (১০০৮) সংখ্যক রক্তচন্দন মিশ্রিত বিষ্ণুপত্র লইয়া—“ওঁ এতাভ্যঃ সচন্দন অষ্টোত্তর সহস্র বিষ্ণুপত্রৈভ্যো নমঃ।" মন্ত্র বারত্রয় পাঠপূর্বক কুশোদকে অভ্যাক্ষণ করিয়া—“এতে গঙ্গপুষ্পে ওঁ এতাভ্য অষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক বিষ্ণুপত্রৈভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে গঙ্গপুষ্প দিয়া, এতদধিপত্যে ওঁ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় “ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ (ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ বা)।" মন্ত্রে সম্প্রদানপূর্বক—“এতৎ সচন্দন বিষ্ণুপত্রম্ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ (ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ বা) মন্ত্রে দানপূর্বক দেবতার মস্তক, হৃদয়, মূলাধর, পাদ ও সর্বান্তে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। যথা—“এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।" অতঃপর অনুজ্ঞা লইয়া

৩

আবাহনান্তে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন।

অনুজ্ঞা—“ওঁ ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয়! আবরণন্তে পূজয়ামিঃ।"

আবরণ পূজা—প্রথমে আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ আবরণদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসম্নিরুধ্যস্ব, ইহসম্নিরুধ্যস্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত ॥" এইরূপে আবাহনপূর্বক—“এতে গঙ্গপুষ্পে ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ।" এইক্রমে—“ওঁ সীং শিরসে স্বাহা। ওঁ সূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ সৌং কবচায় হুং। ওঁ সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥" অতঃপর গুরুপংক্তি পূজা করিবেন।

গুরুপংক্তি পূজা—“এতে গঙ্গপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।" এইক্রমে—“ওঁ ঐং পরমগুরবে নমঃ। ওঁ ঐং পরাপর গুরবে নমঃ। ওঁ ঐং পরমেষ্ঠীগুরবে নমঃ ॥" অতঃপর ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিবেন।

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা—(পূর্বে) ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে বজ্রহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে শক্তিহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপত্যে দণ্ডহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (নৈঋত কোণে) ওঁ ফাং নির্ঋতয়ে রক্ষোহধিপত্যে খড়্গহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ বাং বরুণায় যাদসাল্লভ্যে পাশহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ বাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে অঙ্কুশহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (উত্তরে) ওঁ কাং কুবেরায় যক্ষাধিপত্যে গদাহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (ঈশানে) ওঁ হাং ঈশানায় গণাধিপত্যে শূলহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (কর্ণিকাতে) ওঁ ব্রহ্মাণে প্রজাধিপত্যে পদ্মহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নাগাধিপত্যে চক্রহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ।" অতঃপর অস্ত্রাদির পূজা করিবেন।

অস্ত্রাদির পূজা—“এতে গঙ্গপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ।" এইক্রমে—“ওঁ শক্তয়ে নমঃ। ওঁ দণ্ডায় নমঃ। ওঁ খড়্গায় নমঃ। ওঁ পাশায় নমঃ। ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ। ওঁ গদায়ৈ নমঃ। ওঁ শূলায় নমঃ। ওঁ চক্রায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ।" এইরূপে পূজা করিয়া—“এতে গঙ্গপুষ্পে ওঁ মূদ্রায়ৈ নমঃ। এতে গঙ্গপুষ্পে ওঁ মৃগাক্ষায় নমঃ। এতে গঙ্গপুষ্পে ওঁ সূত্রায় নমঃ।" অতঃপর অষ্টমূর্তির

পূজা করিবেন।

অষ্টমূর্তি পূজা—(পূর্বে) এতে গন্ধপুষ্পে ও সর্বায ক্ষিত্তিমূর্তয়ে নমঃ। এইক্রমে (ঈশান কোণে) ও ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। (উত্তরে) ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। (বায়ুকোণে) ও উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। (পশ্চিমে) ও ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। (নৈঋতে) ও পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) ও মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। (অগ্নিকোণে) ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এইক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক—“এতে গন্ধপুষ্পে ও বৃষভায় নমঃ।” এইক্রমে—“ও নন্দিনে নমঃ। ও ভৃগুনে নমঃ।” অতঃপর “এতে গন্ধপুষ্পে ও সায়ুধবাহনপরিবারায়ৈ শ্রীমতুজায় দেবতায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ও কহোল ঋষয়ে নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক—প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করিয়া যথাশক্তি “ও জুঁ সঃ” মূলমন্ত্র জপপূর্বক, “ও হ্যাতিও হ্য” ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া কবচাদি পাঠ করিবেন।

মৃত্যুঞ্জয় কবচম্

শ্রীপার্বত্যাচ—ব্রহ্মাদিদেববৃন্দে তপোময় জগৎপতে। যদ্ধৃষ্টা পুত্রবান্ মর্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ।। কথয়স্ব মহাদেব যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি।। শ্রীশিব উবাচ—মৃত্যুঞ্জয়শ্চ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধারণম্।। কবচং দেবদেবস্যা ত্রৈলোক্যহিতকারকম্। পঠনাদ্ভারগামারী পুরুষো বাপি নিত্যশঃ।। নাপমৃত্যুমবাপ্নোতি সূতিনী পুত্রবান্ ভবেৎ।। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কবচস্য করালভৈরবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহারুদ্রো দেবতা চিরজীবী পুত্রপ্রাপ্তার্থং জপধারণে বিনিয়োগঃ। ও মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কামাঙ্গনাশনঃ। কপালং কালিকানাথঃ কপোলৌ পাতু ভৈরবঃ।। নেত্রে নারায়ণসখঃ কর্ণৌ মে কালিকাপতিঃ। নালিকে ভীষণঃ পাতু বদনং বক্ষসাং প্রিয়ঃ।। দন্তান্ কপালবানোষ্ঠাধরং পাতু ত্রিলোচনঃ। সোমার্দ্ধধারী চিবুকং গলং বিশেষরো বিভুঃ।। কপর্দী হৃদয়ং পাতু বৃক্কং বুদ্ধিবিবর্ধকঃ। হস্তৌ শূলী সদা পাতু নখান্ গঙ্গাধর স্বয়ম্।। অষ্টসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু স্তনাবদরদেশকং। যোনিং দিগম্বরঃ পাতু ওদং জজ্ঞে শশীশিখঃ। কটিং দশাননশ্রীদো ওলফং পার্শ্বং ত্রিশূলধ্বক। পাদাঙ্গুলীঃ

পাতু হ্রীশঃ সর্বাঙ্গং বিশ্বলোচনঃ।। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ন বীর্য্যং বামলোচনে। তস্মাৎ রহস্যং দেবেশি ভক্ত্যা এবময়োদিতম্।। ধারণীয়ং সদা দেবি পঠনীয়ং পরাৎপরম্। গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্নয়োনিরিব পার্বতি।। ভূর্জে বিলিখ্য কবচং শাতকৌণ্ডেন বেষ্টয়েৎ।। পূরয়িত্বা যথান্যায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে। অথবা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভূজে তথা।। বিড়্যাং কবচনং দিব্যং সুরকরন্তমোপহম্। যো ধারতি পুণ্যাত্মা সোহপি পুণ্যবতাবরঃ।। মার্কণ্ডেয়মিবায়ুস্মৎপুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্চয়ম্। বায়তুল্যবলং লোকে রূপেণ মদনোপম।। কুবের ইব বিজ্ঞাত্যং সত্যং সত্যং বদামাহম্।। বক্ষ্যা চ কাকবক্ষ্যা বা নষ্টপুষ্পা চ বা ভবেৎ। চিরজীবী বহুপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।। ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। দূরদেব পলায়ন্তে দ্বীপীদ্বীপান্তরং ধ্রুবম্।। যস্মিন্ দেশে চ কবচং গেহে বা যদি তিষ্ঠতি। তৎ দেশস্ত পরিত্যজ্য প্রয়াস্তি চাতি দূরতঃ।।—ইতি সম্মোহনতন্ত্রে পার্বতী-শিবসংবাদে মৃত্যুঞ্জয় কবচং সমাপ্তম্। ও তৎসৎ।।

হোমবিধি

একহস্ত পরিমিত উচ্চ, সমচতুষ্কোণ, দীর্ঘ্যে প্রস্থে চারিহস্ত, পূর্ব ও উত্তরভাগে কিঞ্চিৎ নিম্নভাবে কেশ-তুষাপাদিরহিত সম-চতুর্হস্ত পরিমাণ বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া বীক্ষণাদি সংস্কার করিবেন। যথা—“ও জুঁ সঃ” মন্ত্রে স্থণ্ডিল অবলোকন, “ফট্” মন্ত্রে কুশত্রিপত্র দ্বারা তাড়ন এবং “ও জুঁ সঃ” মন্ত্রে স্থণ্ডিল প্রোক্ষণ করিয়া “হুং” মন্ত্রে পুনরায় অভ্যক্ষণ করিবেন।

অতঃপর—“ও জুঁ সঃ কুণ্ডায় নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা স্থণ্ডিলে পূজা করিয়া পূর্বাগ্র ও উত্তরাগ্র তিন তিনটি রেখা দিবেন। পূর্বাগ্র রেখা তিনটিতে দক্ষিণাদিকাদি ক্রমে পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও মুকুন্দায় নমঃ।” এইক্রমে—“ও ঈশানায় নমঃ। ও পূরন্দরায় নমঃ।” অতঃপর উত্তরের রেখা তিনটিতে—“এতে গন্ধপুষ্পে ও ব্রহ্মণে নমঃ।” এইক্রমে—“ও বৈবস্বতায় নমঃ। ও ইন্দবে নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিবেন।

অনন্তর স্থণ্ডিলমধ্যে ষট্‌কোণ অর্থাৎ নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডলোপরি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল, তদ্ব্যাহ্যে বৃত্ত অষ্টদল পদ্ম ও

তদ্বাহো চতুর্দ্বার বিশিষ্ট চতুষ্কোণ অঙ্কন করিয়া তদুপরি—“এম পুষ্পাঞ্জলি ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া “ওঁ” মন্ত্রে হোমের দ্রব্যসকল প্রোক্ষণ করিয়া বহির যোগপীঠের অর্চনা করিবেন। যথা— (কর্ণিকোপরি) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আশ্বারশঙ্খাদি পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।” এইক্রমে (অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে) “ধর্মায়, ভ্রানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়।” (পূর্বাদি দিকচতুষ্টয়ে) “অর্ধমায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়।” (মধ্যে) “অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় ছাদশকলাস্থানে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে, মং বহিমণ্ডলায় দশকলাস্থানে।” (কেশর ও পূর্বাদি মধ্যে) “পীতায়ৈ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ, স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, রুচিরায়ৈ, জুলিন্যৈ, বং বহ্যাসনায়।” এইরূপে আদিত্যে “ওঁ”, অস্ত্রে “নমঃ” যোগে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—“ওঁ বাগীশ্বরীমৃত্যুনাভাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তা ক্রীড়াভাব-সমন্বিতাম্॥” “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্য্যো নমঃ।” এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর অগ্নিগ্রহণপূর্বক—“ওঁ জুঁ সঃ” মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক “বৌয়ট্” মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ও অবলোকন করিয়া “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে আবাহনপূর্বক “ওঁ জুঁ সঃ” মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া—“হুং ফট্ অব্যাদেভ্যঃ স্বাহা।” মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ (প্রজুলিত অগ্নির কিয়দংশ) পরিত্যাগ করিবেন। পরে “ফট্” মন্ত্রে বহিরক্ষণ “হুং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠন ও “রং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া উভয় হস্তে অগ্নিধারণপূর্বক কুণ্ডোপরি তিনবার ভ্রমণ করাইয়া জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্বক বহিকে শিববীজ চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যস্থলে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন।

অতঃপর “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বহিমূর্তয়ে নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক “বং বহিচৈতন্যায় নমঃ।” মন্ত্রে বহির চৈতন্য সংযোজন করিয়া—“ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা॥” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া বহি প্রজুলিত করিবেন। পরে করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ অগ্নি প্রজুলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥” অতঃপর “অগ্নে হুং মৃত্যুঞ্জয় দেবতা নামাসি।” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া—“ওঁ বৈশ্বানরো জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ

সর্বকর্মানি সাধয় স্বাহা।” এই মন্ত্রে অগ্ন্যাদি উপচার অথবা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদিসপ্তজিহাভ্যো নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। অগ্নি ষড়ঙ্গৈভ্যো নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহো) ওঁ ব্রাহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহো) ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহো) ওঁ ইন্দ্রাদি লোকপালেভ্যো নমঃ। (তদ্বাহো) ওঁ স্বজাদ্যষ্টৈভ্যো নমঃ।”

অতঃপর প্রাদেশ প্রমাণ পত্রদ্বয়দ্বারা (পবিত্র) ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপপূর্বক বাম, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা নাড়ী চিন্তা করতঃ ঘৃতপাত্রের বাম, দক্ষিণ এবং মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—“ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।” মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে, বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—“ওঁ সোমায় স্বাহা।” মন্ত্রে বামনেত্রে, মধ্যস্থল হইতে ঘৃত লইয়া—“ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা।” মন্ত্রে ললাটনেত্রে হোম করিবেন। অতঃপর “ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা।” মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিয়া, পুনরায় “নমঃ” মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—“ওঁ অগ্নয়ে স্থিতিকৃতে স্বাহা।” মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবেন। অতঃপর মহাব্যাহুতি হোম করিবেন। যথা—“ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।”

অতঃপর—“ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মানি সাধয় স্বাহা।” এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবেন। অতঃপর অগ্নিতে পূজা করিবেন। যথা—“ওঁ পীঠদেবতাসহ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ।” অতঃপর “ওঁ জুঁ সঃ” মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতি (২৫) বার ঘৃতাহুতি দিবেন। অতঃপর দেবতার সহিত অগ্নির একত্র চিন্তা করিয়া “ওঁ জুঁ সঃ” মূলমন্ত্রে একাদশ (১১) বার আহুতি দিবেন। তৎপরে “ওঁ মূলমন্ত্রসাপ্তদেবতাভ্যঃ স্বাহা।” এবং “আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা।” এই মন্ত্রে হোম করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করিয়া বিশ্বপত্র দ্বারা হোম করিবেন।

সঙ্কল্প—“বিশ্বরোম তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে— অমুকগোত্রস্য) শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, (দেবীঃ, দাসস্য, দাস্যাঃ বা) শ্রীশ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিব প্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক পক্ষে, কামাঃ বা) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিব পূজাকর্মণি ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয় শিবায় স্বাহা ইতি মন্ত্রকরণককাক্ষোত্তর ইয়ং সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য

বিশ্বপত্র সমিষ্টিহোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।”

অতঃপর বিশ্বপত্রের অর্চনা করিবেন। যথা—“ওঁ এতাভাঃ সাজ্যবিশ্বপত্রেভ্যো নমঃ।” মস্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করতঃ, “এতে গন্ধপুষ্পে এতাভাঃ বিশ্বপত্র সমিষ্ট্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভাঃ বিশ্বপত্র সমিষ্ট্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতাভাঃ এতদধিপত্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরায় নমঃ। সম্প্রদানায় ওঁ জুং সং মৃত্যুঞ্জয় শিবায় নমঃ।”

অতঃপর এক একটি করিয়া বিশ্বপত্র ঘটাক্ত করিয়া আহুতি দিবেন। যথা—“ওঁ জুং সং মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় স্বাহা।”

এইরূপে হোম করিয়া—কুশীতে প্রচুর ঘৃত, কদলী, তাম্বুল, বস্ত্রখণ্ড লইয়া, যজমানসহ উত্তিত হইয়া—“ওঁ জুং স্বঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় স্বাহা।” মস্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া, পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বৎ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।” মস্ত্রে বারত্রয় অভ্যক্ষণ করিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।” মস্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রহ্মণে নমঃ।” মস্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, “ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।” মস্ত্রে অগ্নির বিসর্জন করিবেন তৎপরে “ওঁ পৃথিবী শীতলা ভব।” মস্ত্রে দুক্ষাদি স্থণ্ডিলের ঈশানে দিয়া, কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া, অগ্নে শিবলিঙ্গে, পরে নিজে এবং যজমানকে তিলক দিবেন। যথা—(ললাটে) “ওঁ কাশ্যাপস্য ত্র্যামুষং।” (কণ্ঠে) “ওঁ জমদগ্নে ত্র্যামুষম্।” (বাহুমূলে) “ওঁ যদ্বেবানাম ত্র্যামুষং।” (হৃদয়ে) তন্মেহস্ত ত্র্যামুষম্॥”

বিঃ দ্রঃ—অনেকে “গুলঞ্চ” সমিধ দ্বারা হোমের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভব না হইলে বিশ্বপত্র সমিধই প্রদান করিবেন। অতঃপর দক্ষিণাস্ত করিবেন।

দক্ষিণাস্ত—একটি পাত্রে দক্ষিণাদ্রব্য রাখিয়া—যথাবিধি অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণু রোমিত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্মা ইত্যাদি শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মণি সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং, হরিতকী ফলং বা) শ্রীবিষ্ণুদেবতমর্চিতং ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।”

অতঃপর প্রণাম ও প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরঃ। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদাস্ত মে॥ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরঃ। যৎ পূজিতং ময়া দেবঃ পরিপূর্ণং তদাস্তবৈঃ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বর পূজাধারণ কালে চ পুনরাগমণায় চ॥” “ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব।” মস্ত্রে বিসর্জন করিয়া, ঈশানকোণে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কনপূর্বক, সংহারমুদ্রায় নির্মাল্য লইয়া—আঘ্রাণপূর্বক উক্ত ত্রিকোণে স্থাপনপূর্বক—“ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।” মস্ত্রে পূজাদি করিয়া সংহারমুদ্রায় শিবলিঙ্গ ঈষৎ কাৎ করিয়া উক্ত ত্রিকোণ মণ্ডলে স্থাপন করিবেন। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—এক গণ্ডুষ জল লইয়া—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।” (ওঁ অস্তু—প্রতিবচন)।

বৈগুণ্য সমাধান—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মাসীভূত যদ্যদ বৈগুণ্যং জাতং তদ্যদ্য প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে।” অতঃপর দশবার “ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ।” জপ করিবেন। অতঃপর শান্তিদানাদি করিবেন।

শান্তিমন্ত্র—“ওঁ সুরাস্তামভিসিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভূঃ॥ প্রদ্যুম্নশচানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ যমো কৈ নৈর্ঋতস্তথা॥ বারুণঃ পবনশ্চৈব ধনাত্মকস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পাস্তু তে সদা॥ ওঁ কীর্তিলক্ষ্মীধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতাস্তামভিসিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যা সমাগতাঃ॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবিসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্তামভিসিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যাঃ ধ্রুবা নাগা দৈত্যাস্তাপ্সরসারং গণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালসাবয়বশ্চয়ে। ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্বা যথারাক্ষসপন্নগাঃ। এতে ত্বামভিসিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥”

—ইতি মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজাবিধি সমাপ্তম্—

মহামৃত্যুঞ্জয় পূজাবিধি

কৃতনিতাক্রিয় সাধক আচমন, সূর্যার্ঘ্যদান, গণেশাদি দেবতার পূজা ও স্ততিবাচন করিবেন। যথা—“ওঁ কৰ্ত্তব্যোহস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজাকর্মণি ও পুণ্যাহং ভবস্তো ব্রহ্ম” ইত্যাদি। অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত স্ততিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—“বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক রাশিষ্ণে ভাস্করে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দেবশর্মা (পরার্থে— অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্মণঃ, দাসঃ, দাসী বা) মৃত্যুভয়নিবৃত্তিকামঃ (অমুক রোগোপশমনকামো বা) মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজাকর্মাহং করিষ্যে।”

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠান্তে মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজার ন্যায় লিঙ্গগঠন হইতে পীঠন্যাস পর্যাস্ত কর্ম সমাপন করিয়া “হ্রুং” মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। যথা—“অস্য মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ো গিরিজাপতির্দেবতা হং বীজং রং শক্তিঃ উং কীলকং আয়ুর্দ্ধিসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ।” মন্ত্রকে—“ওঁ বামদেব ঋষয়ে নমঃ।” মুখে—“ওঁ অনুষ্টুপছন্দসে নমঃ।” হৃদয়ে—“ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ো গিরিজাপতয়ে নমঃ।” গুহ্যে—“হং বীজায় নমঃ।” পাদদ্বয়ে—“রং শক্তয়ে নমঃ।” সর্বাস্ত্রে—“উং কীলকায় নমঃ।” অতঃপর “হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া, “হ্রুং” মন্ত্রে ব্যাপকন্যাসপূর্বক ধ্যান করিবেন। যথা—“ওঁ শঙ্কর প্রসন্নবদনং শূলিনং বৃষভাশ্রিতম্। ভবানীবামভাগহং নমামি ব্রহ্মরূপিণম্॥” ধ্যানান্তে স্বমন্ত্রকে পুষ্প দিয়া বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপনান্তে মৃত্যুঞ্জয় পূজাবৎ পীঠপূজা করিয়া পুনরায় করাজন্যাসাদি করিয়া পুনর্ধ্যানপূর্বক আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গিরিজাপতে দেবতে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে “হং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠনমুদ্রা, “ঠং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও পরমীকরণমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়স্য গিরিজাপতের্দেবতায়ঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।”

শ্রীশ্রীশিবপূজা পদ্ধতি

৫

এইক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রক্তচন্দনযুক্ত সামান্যার্থের জল লইয়া তত্ত্বমুদ্রায় তিনবার তর্পণ করিবেন। যথা—“ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতিং দেবতাং তর্পয়ামি।” এইরূপে তিনবার তর্পণ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। মন্ত্র সমস্তই মৃত্যুঞ্জয়বৎ। বিশেষ— অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, গন্ধঃ বৌষট্, পুষ্পং বৌষট্, বিল্বপত্রং নমঃ। এইরূপে পূজান্তে মৃত্যুঞ্জয়-পূজাবৎ আবরণাদি, অস্ত্রাদির পূজাপূর্বক তৎপরে পুনরায়—“ওঁ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতিং দেবতাং তর্পয়ামি” মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিয়া, “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” মন্ত্রে দেবতার ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া, “ওঁ সামুধবাহন পরিবারায়ৈ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় দেবতায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, পুনরায় প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাজন্যাস করিয়া ওরূপস্তি প্রণামান্তে “হৌং” এই কুল্লুকা মন্ত্রকে দশবার জপ করিয়া, “ওঁ” মন্ত্র জপদ্বারা মুখ শোধনপূর্বক, “হ্রুং” মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া “ওহ্যাতিওহ্য” মন্ত্রে জপ সম্বর্পন করিয়া, পুনঃ প্রাণায়ামপূর্বক কবচাদি পাঠান্তে, তস্তোক্ত হোম সমাপনপূর্বক, দক্ষিণাস্ত করিয়া সংহারমুদ্রায় নির্মাল্য লইয়া—“ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক—“শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় গিরিজাপতে দেবতে ক্ষমস্ব।” বলিয়া বিসর্জন করিবেন।

—ইতি মহামৃত্যুঞ্জয় পূজাবিধি—

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচম্

শ্রীদেব্যাচ—দেবদেব মহেশান ভক্তানুগ্রহকারক। যদি তুষ্টোহপি মে দেব বদ মৃত্যুঞ্জয়াভিধম্ ॥ কবচং সবিসন্ধিনাং ধারণং পরমাত্মতম্। দেহশুদ্ধি করং নিত্যং মহামৃত্যুনিবারণম্ ॥ শ্রীশঙ্করোবাচ—অপ্রকাশ্যমিদং দেবিনরলোকে বিশেষতঃ। লক্ষবারং করিতাণি শ্রীস্বভাবাদ্বি পৃচ্ছসি ॥ অদ্য প্রভৃতি কুত্রাপি ন বাসচিৎ প্রকাশিতম্। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং নাথোন্ময়ং যস্য বাসচিৎ ॥ অস্য শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা অমুকস্য সর্বরোগমৃত্যুনিবারণার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁকারো মে শিরঃ পাতু নকারো মে ললাটকম্। মকারো মে নেত্রযুগ্মং ত্রিবর্ণাঙ্গা মুখং সদা ॥ জিহ্বাং মে সততং পাতু হৌংকারৈকাক্ষারোহবতু। মায়াবৈষ্ণব সমায়ুক্তো নকুলীশো

শ্রীশ্রীশিবপূজা পদ্ধতি

হরপ্রিয়া ॥ বিন্দুযুক্তো ত্রিসর্বাঙ্গা নাসাযুগ্মং সদাবতু ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং নমঃ পাতু বাহুযুগ্মং ষড়ঙ্করঃ ॥ ওঁ জুঁ হুঁ সং সদা পাতু হসৌ
সোহহং শ্রবাস্তকঃ ॥ অষ্টাঙ্করো মহামায়া পাণিযুগ্মং মহেশ্বরঃ ॥ ওঁ শঙ্করায় জঠরং নমঃ স্বাহা নবাঙ্করঃ ৷ নাভিঃ মে সততং পাতু
মহামৃতানিবারকঃ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রুং কটিদ্বন্দ্বং হৌং জুঁ সং হস্তপৃষ্ঠকম্ ৷ স্বাহা দশাঙ্করো মস্ত্রো মুষ্ণুযুগ্মং সদাবতু ॥ ঐং হসঙ্কমরযুঃ
হংসঃ সোহহং স্বাহা মহেশ্বরঃ ৷ উরুযুগ্মং জানযুগ্মং বাহুযুগ্মং সদাবতু ॥ স এব দ্বাদশার্ণোহয়ং নমস্কার সমন্বিতঃ ৷ চতুর্দশাঙ্কঃ
পাদৌ মে সর্বাঙ্গং পরিরক্ষতু ॥ হৃদ্ধারো বহির্মারুটো বামকর্ণবিভূষিতঃ ৷ চন্দ্রাঙ্কবিন্দুনাক্রান্তো লিঙ্গো মে সর্বদাবতু ৷ ওঁ ত্র্যম্বকং
তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ যজামহে ৷ সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং জুং ভগো দেবস্য ধীমহি ॥ মঃ উবারুকমিব বন্ধনাদ্ ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ ৷
মৃত্যোর্মক্ষীয়মামতাং সর্বাঙ্গমভিরক্ষতু ॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং সারাং সারতরং মহৎ ৷ বিশ্ববদ্ গ্রহণাদ্ যস্য মৃত্যুং মৃত্যুবশং
নয়েৎ ॥ সং পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা স মৃত্যুঞ্জয়রূপধৃক্ ৷ রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে ৷ সংগ্রামে কাননে দুর্গে সর্বত্র
বিজয়ী ভবেৎ ॥ ভূর্জে চাষ্টগন্ধযুক্তং লিখিত্বা সায়ুধাদিতম্ ৷ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যন্তু স মৃত্যুং জয়তি শ্রবম্ ॥ আত্মানং শিবরূপস্ত
খ্যাত্বা মন্ত্ৰং শতং জপন্ ৷ মহারোগাতুরং ভূতং সাধয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥

—ইতি রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচং সমাপ্তম্—

ওঁ তৎ সৎ ৷

কবচ-পূজাদ্রব্য—দ্রোণপুষ্প ১০৮ ৷ শ্বেতকরবীপুষ্প ১০৮ ৷ শ্বেতপদ্ম ১০৮ ৷ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা পিতলদ্বারা কবচ প্রস্তুত
করিতে হয় ৷ মৃত্তিকা ও লৌহ বজনিয় ৷ যদি মৃত্তিকায় কবচ কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে একরাত্রি অভিষেক কর্তব্য ৷ মৃত্তিকা
বা লৌহ নির্মিত কবচ পরিহার্য্য বলা হইয়াছে ৷

—ইতি কবচ প্রয়োগঃ সমাপ্তঃ—

—শিবপূজা পদ্ধতি সমাপ্ত—

৬০৫

ভারত সরকার প্রদত্ত © ও ® চিহ্ন দেখিয়া কিনুন

TRADE MARK ® & COPY RIGHT © REGISTERED

বেণীমাধব শীলের

ফুল পঞ্জিকা

ভারত সরকার
কর্তৃক
রেজিস্ট্রিকৃত



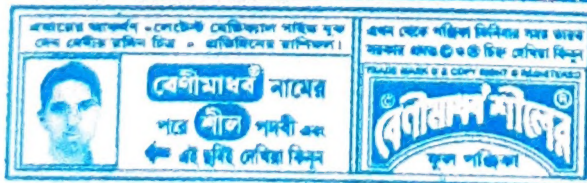
চিহ্ন
দেখিয়া কিনুন



বেণীমাধব
শীলের



এই ছবিই
দেখিয়া কিনুন



প্রাপ্তিস্থান : অক্ষয় লাইব্রেরী

৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আমাদের নিকট পাইকারী মূল্যে পাইবেন সকল প্রকার “বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকা”